৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন – ৩ চৈত্র, ১৪২৮ ঃ ১২ মার্চ – ১৮ মার্চ, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 20, 12 March - 18 March, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দেশের প্রথম টায়ার কারখানা ও একসময়ে পশ্চিমবঙ্গের

শিল্পায়নে সাড়া ফেলে দেওয়া নাম ডানলপ কারখানা নিলামে উঠতে চলেছে। হুগলির সাহাগঞ্জে টানা বাউন্ডারি পাঁচিল ঘেরা শুনশান শিল্পকাঠামোটি আজ শুধুই বাংলার সোনার অতীতের সাক্ষী ছাড়া কিছুই নয়। বিদায় ডানলপ।

রবিবার : বারানসী থেকে ব্যক্তিগত ভাড়া করা বিমানে ফেরার সময় মাঝ

আকাশে দুর্বিপাকে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিজিসিএকে তারই তদন্ত করতে চিঠি দিল নবান্ন। এর মধ্যে তদন্ত নিশ্চিত করতে জনস্বার্থ মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। এর আগেও একবার ঘটনা ঘটলেও তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি।

সোমবার : গণতন্ত্রহীনতার আইকন হয়ে উঠছে বাংলা। সে রাজনীতিক

নির্বাচনই হোক বা চিকিৎসক প্রতিনিধির ভোট। এবার ছাপ্পা, মারামারি ও বহিরাগত আগমনের সাক্ষী হয়ে রইল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার ভোট। এই ভোট লড়াইয়ের কেন্দ্রে থাকা সভাপতি পদে জয়ী হন নির্মল মাজি। হতবাক সকলে।

মঙ্গলবার : প্রায় প্রতিদিন আদালতের নির্দেশে ফালাফালা হচ্ছে স্কুল

সার্ভিস কমিশনের প্রশাসন। উপচে উঠছে দুর্নীতি। মুর্শিদাবাদের দুটি স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় নিয়োগ কমিটির উপদেষ্টা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সহ তিনজনকে তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট।

বুধবার: ছাত্রনেতা আনিস খানের মৃত্যুর জটের একটা গিঁটও এখনও আলগা

করতে পারে নি সিট। এই অভিযোগে তদন্তকারীদের কর্মতৎপরতায় সন্দিহান হয়ে উঠছেন আনিসের বাবা সালিম খান। তদন্ত যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন জাগছে সাধারণ মানুষ ও আইনজীবীদের মধ্যে।

বৃহস্পতিবার : আলিপুরের বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস বা বিজি প্রেসের সম্পত্তি

ই-নিলামে চড়াবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে হিডকোর চিঠি গিয়েছে সুপারের কাছে। এদিকে মূল্যায়নকারীদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছেন প্রেসের কর্মীরা বলে অভিযোগ করেছে হিডকো। সংঘাত কী আসন্ন?

শুক্রবার : মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য চারঘন্টা করে ইন্টারনেট বন্ধ করার

সরকারি নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। অতিমারি আবহে যখন কাজ কর্মের মাধ্যম হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট তখন এই নির্দেশের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ব্যথিত অবসর বাংলায়

শক্তি ধর

ভারতীয় ব্যবস্থায় পেনশন তিন রকমের। বয়স্ক দুঃস্থ মানুষের জন্য জনপেনশন প্রকল্প যা ন্যাশনাল সোশাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের অন্তর্গত, দ্বিতীয়টি হল সরকারি কর্মীদের নির্দিষ্ট হারে পেনশন, তৃতীয় আধা সরকারি বা সরকার পোষিত সংস্থায় কর্মী ও নিয়োগকর্তার অবদানে কনট্রিবিউটরি পেনশন। এছাড়াও অবসরকালীন সুবিধার মধ্যে আছে গ্র্যাচুয়িটি, জমিয়ে রাখা ছুটির বদলে অর্থপ্রদান ও ৪০ শতাংশ পেনশন বিক্রি (কমিউটেশন) করে এককালীন টাকা পাওয়ার সুযোগ। ১৯৭২ ও ১৯৮১ সালে চালু আইন অনুযায়ী এসব সুবিধা মোটেই কোন দয়ার দান নয়। বরং লড়াই করা অর্জিত অধিকার। এমনকি অবসরের অব্যবহিত পরেই যাতে সুবিধাগুলি লাগু হয় চালু হয়েছে সেই নিয়মও। এটি আবার শুধু অধিকারই নয়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘ সময় সরকারি চাকুরি করার পর যাতে কারোর কাছে হাত না পেতে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন পেনশন বা অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা তারই সোপান। পরে শিক্ষকদের পেনশন প্রকল্পও এই একই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রচিত হয়েছে। অবশ্য সময়ের ব্যবধানে রাজনীতিকদের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের ফলে ২০০৪ সালে এই দায়বদ্ধতাতেও কোপ পড়েছে। পুরো বলি না হলেও ঝুলছে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের খাঁড়ায়। যে কোনও সময়ে মুণ্ডচ্ছেদে প্রাণ চলে যাবে পেনশন ব্যবস্থার।

তারই যেন প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে এই বাংলার বুকে। ব্যথিত অবসর কঁকিয়ে উঠছে যন্ত্রণায়। কলকাতা পুরসভার ৬৪০ জন কর্মী অবসরের পরে দীর্ঘ ছয় মাস পেনশন পাচ্ছেন না। পুর প্রধান প্রশাসক মেয়র বলছেন পেনশন বিক্রির টাকা নাকি দেওয়া যাবে না। ভাণ্ডারে টান পড়েছে। পথে নামছেন কর্মীরা। অবসর জীবনে মাথা উঁচু করে বাঁচার বদলে তাঁরই অফিসে এসে গলা ফাটাতে হচ্ছে অর্জিত অধিকার আদায়ে। মজার কথা হলো পুরসভায় চালু রয়েছে কনট্রিবিউটরি পেনশন। অর্থাৎ কর্মীদের মাস মাহিনা থেকে কেটে নিয়ে যে অবদান জমা করা হয়েছে তার সঙ্গে পুরসভার দেয় যোগ

করে পেনশন দেওয়ার কথা। হায়! নিজের জমা করা টাকাও নাকি খেয়ে গিয়েছে উন্নয়নের ভূতে! ছোট লালবাড়িতে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে নানা আক্ষেপ। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মহাধ্যক্ষ ছিলেন তিন নাকি পুরসভার পেনশনারদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন ৫০০ কোটি টাকা। আরও এক মহাধ্যক্ষ দেবাশিস সোম সাহেবও তৈরি করেছিলেন বিরাট অঙ্কের পেনশন ফান্ড। সেই ফান্ড ভেঙে নাকি ব্যয় করে ফেলেছেন পুরসভার ধোপদুরস্ত জনপ্রতিনিধিরা। ক্ষোভ দানা বাঁধছে ছোট ছোট অলিন্দে। বিস্ফোরণ হলে কিন্তু অনেক বড় ইঁট-কাঠ-পাথর খসে যেতে পারে। কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ প্রদীপ ঘোষের পুত্র ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সজল ঘোষ বলেন পেনশন ফান্ডের টাকার অংশ ৬৪০ জন অবসর প্রাপ্ত পুর কর্মচারীর নিজের টাকা। ওই টাকায় হাত দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। এর পরেও যারা অবসর নেবেন তাদের উপরও এই আক্রমণ নেমে আসবে বলে সজল বাবুর দাবি। অবসর জীবনে অশান্তি আর টেনশনে এরা মারা গেলে এদের ক্লেম কে পাবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

ব্যথিত অবসর শুধু পুরসভার ছোট প্রাসাদে নয় মাথা কুটে মরছে কচি কাঁচাদের ক্লাসরুমেও। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার পর অবসর নিলেও পেনশন মিলছে না মাসের পর মাস। ভাবনাহীন জীবন কাটানার পরিবর্তে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে জেলা পরিদর্শকের অফিস থেকে সল্টলেকের পেনশন অফিসে। সদুত্তর মিলছে না কোথাও। রাজ্যের পেনশন দফতর বলছে সদ্য অবসর প্রাপ্তদের পেনশনের কাগজ পত্র সঠিক সময়ে পৌঁছাচ্ছে না। অথচ পরিদর্শক থেকে কাগজপত্র পেনশন অফিসে পৌঁছে যাবার কথা অবসরের তিন মাস আগে। এই দাবি নিয়ে গেলে পরিদর্শক অফিস বলছে পাঠানো হয়েছে কাগজ। এই টানা পোড়েনে ভুগছেন রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি জেলার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজ্যে সিবিআই তৎপরতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল

শক্তি ধর

শত চেষ্টা করেও গত বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাকফুটে চলে যাওয়া বিজেপি সাম্প্রতিক নির্বাচন হওয়া পাঁচ রাজ্যের মধ্যে চার রাজ্যে গত বৃহস্পতিবার যখন একের পর এক পদ্ম ফোটাচ্ছে তখন কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে সকাল থেকে সন্ধ্যা কয়লা, গরু, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা ও চিট ফাণ্ড তদন্তের কাটাছেঁড়া করলেন সিবিআইএর ডিরেক্টর সুবোধ কুমার জয়সওয়াল। উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্ম অধিকর্তা, আইজি ও পদস্থ অফিসাররা। এর ঠিক একদিন আগে কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রী কলকাতায় বসে হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ নাম বদলে চালালে আর টাকা দেবে না কেন্দ্র। সর্বোপরি বিজেপির সাম্প্রতিক সাফল্য দেখে উল্লখিত বিরোধী দলনেতাকে কয়েকদিন আগে থেকেই বলতে শোনা গিয়েছে পাঁচ রাজ্যের ফল বেরোলেই বারোটা বাজাবো। এই চারটি দৃশ্যের কোলাজ কি রাজ্যের জন্য আগামী দিনে কোনও বিশেষ বার্তা বহন করছে।

রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিজেপির কাছে এই নির্বাচন ছিল এক মহা পরীক্ষা। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি যেভাবে মুসলিমদের সমর্থন পেয়েছে, উত্তরাখণ্ডে দ্বিতীয়বার ফিরেছে, গোয়া ধরে রেখেছে তাতে বিজেপি যে অলআউট আক্রমণে নামবে তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ধাক্কার তারা যে পাল্টা ছোবল মারবে তাতে রাজনৈতিক মহল নিশ্চিত। গত জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় দল এসে পঞ্চায়েতে ঘুরে ঘুরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের হিসাব দেখে গিয়েছে। হিসাব দেবার দাবিতে ইতিমধ্যেই বহু প্রকল্পের অর্থ ছাঁটাই শুরু হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছেন পানীয় জল নিয়ে রাজ্য সরকার রাজনীতি করায় কেন্দ্রের বরাদ্দ খরচ করতে পারে নি। তার উপর যদি এবার কয়লা, গরু,

চিটফান্ডে সিবিআই তৎপরতা বৃদ্ধি পায় তাহলে অচিরে রাজনৈতিক চাপ যে রাজ্যে বাড়তে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে গোরু পাচার কাণ্ডে বার বার সিবিআই-এর তলব পেয়েও উপস্থিত না হওয়া বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের রক্ষা কবচের আগাম আবেদন আদালত খারিজ করে দিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কংগ্রেস নিধন যজ্ঞে তৃণমূলের ঘৃতাহুতি?

কুনাল মালিক

গত ১০ মার্চ উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, মণিপুর, গোয়া এবং উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যা হল তাতে করে জাতীয় রাজনীতির নতুন সমীকরণ হল। সেই সঙ্গে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির ভিত আরও মজবুত হলো। বলা ভালো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিংহাসনে বসার পথ আরও মসৃণ ও উজ্জ্বল হল। একই সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশই জাতীয় কংগ্রেস দুর্বল থেকে দুর্বলতর এবং ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। অন্য দিকে দিল্লির পর পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি যেভাবে ক্ষমতা দখল করল, তাতে করে বিজেপি বিরোধী মুখ হিসাবে অরবিন্দ কেজরীওয়াল সারা ভারতে মডেল হয়ে উঠতে পারেন। আর বাঙালি প্রধানমন্ত্রী স্বপ্ন দেখা রাজ্যের তৃণমূল সমর্থকরা বেশ ব্যাকফুটে চলে গেল। তবে পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের পর সর্বত্র বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক মহল সহ অনেকেই একটা বিষয়ে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন করছে– দিদি আর মোদীর মধ্যে কোথাও কি কোনো বোঝাপড়া আছে? এই প্রশ্ন ওঠার অনেক যুক্তিও সামনে আসছে। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় স্তরে বিস্তার করার জন্য নানা কর্মসূচি নিতেই পারে কিন্তু তাদের তো মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি, তাহলে তাদের পরাজিত করার জন্য তেমনি পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু কিছুতেই বিজেপি বিরোধী জোট করতে তৃণমূলকে তেমন উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। বরং কংগ্রেসকে হেয় করে দুর্বল করে নিজেদের বৃহৎ করে দেখানো হয়েছে। যার ফলে গোয়া, মণিপুর, পঞ্জাবে কোনো বিজেপি বিরোধী জোটই হয়নি। গোয়াতে তৃণমূল বলেছিল, তারা সরকার গড়বে। কিন্তু ফলাফল হয়েছে জিরো। উল্টে তাদের জোটসঙ্গী। এমজিপি বিজেপিকে নিঃশর্ত সমর্থন করেছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিরুদ্ধে সপা, বসপা, কংগ্রেস জোট বাঁধতে পারেনি। উল্টে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী সপার অখিলেশ যাদবের হয়ে প্রচারের শেষ পর্বে এমন ব্যাটিং করলেন তাতে নাকি বিজেপির সুবিধাই হয়ে গেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল বলছেন তৃণমূল সুপ্রিমো বারানসী না গেলে অখিলেশ আরো ভালো রেজাল্ট করতেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

অবৈধভাবে পুকুর ভরাট

সুব্রত মন্ডল : রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাদামতলাতে রমরমিয়ে চলছে অবৈধভাবে পুকুর ভরাট। রাতের গল্প নয়। সরাসরি দিনের আলোতে মাটি ফেলার কাজ চলছে সবার চোখের সামনে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর টুম্পা সরকারের স্বামী অজিত সরকারকে প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, আমার ওয়ার্ডে পুকুর ভরাটের কোনও খবর নেই। সে ধরনের কোনো খবর যদি আপনাদের কাছে থাকে আমি প্রশাসনকে বলে ব্যবস্থা নেব। আইন আইনের পথে চলবে। অন্যদিকে ১১ নম্বর ওয়ার্ড বিবেকানন্দ পল্লীর মোড়ের

ঠিক ডানদিকে বিশাল আকারের একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরের পশ্চিম প্রান্তে শান্তি বিল্ডার্স নামে একটা ছোট্ট গুমটি দোকান বিগত ১০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। পুকুরটি পশ্চিম পাড় থেকে রাতের অন্ধকারে অল্প অল্প করে মাটি ভরাট করে অবৈধভাবে চলছে রমরমিয়ে বিল্ডার্সের কারবার। এই ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তারা হলেন শেখর মিত্র ও সুশান্ত মন্ডল। এরা বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত পুর পিতা কৃষ্ণ মণ্ডলকে প্রশ্ন করতেই কৃষ্ণপদ বাবু বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকবার ওদেরকে বারণ করেছি। কিন্তু শেখর মিত্র ও সুশান্ত মন্ডল আমার কথা গ্রাহ্য না করে অবৈধভাবে বিল্ডার্সের কারবার রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। আমিও প্রশাসনকে বলবো তাড়াতাড়ি যাতে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

দুয়ারে রেশন এখনও অধরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী জনসভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তৃণমূল ক্ষমতায় আসলে আর মানুষদের রেশন দোকানে লাইন দিতে হবে না। রেশনই মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যাবে। কিন্তু কয়েকটি জেলায় পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে দুয়ারে রেশন শুরু হলেও বাস্তবে এই প্রকল্প সর্বত্র রূপায়িত হয়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিংহভাগ ব্লকেই এই প্রকল্প চালু করা যায়নি। গত ১৬ নভেম্বর নেতাজি ইন্ডোরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেছিলেন দুয়ারে রেশন শীঘ্র চালু করতে হবে। তার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ডিলারদের গাড়ি কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং দুজন কর্মচারীর (যাদের মাইনে হবে ১০ হাজার) জন্য ১০ হাজার টাকা অর্থাৎ অর্ধেক টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু এতো কিছুর পরও দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালুই হয়নি। এই প্রসঙ্গে জেলার এক রেশন ডিলার বলেন, আমরা গাড়ি কেনার টাকা কিংবা কর্মচারীদের জন্য ১০ হাজার টাকা এখনও পাইনি। তাছাড়া ২০২০ সাল থেকে কমিশনের টাকাও পাইনি। জয়েন্ট ফোরাম ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেশন ডিলার্সের সেক্রেটারি বিশ্বম্ভর বসুকে প্রশ্ন করেছিলাম, দুয়ারে রেশন প্রকল্প শুরু হচ্ছে না কেন? সে প্রশ্নে তিনি জানান, আমরা ডিলাররা ফেরিওয়ালা হতে পারব না, আর গ্রাহকদেরও ভিখারি বানাতে পারব না।

এরপর পাঁচের পাতায়

অপরাধ চক্রের ফাঁসে হাঁসফাঁস সীমান্ত বাণিজ্য

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সম্প্রতি প্যানডেমিকের কড়াকড়ি শিথিল হওয়ায় লকডাউন উঠে গেলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উত্তর চব্বিশ পরগনার পেট্রাপোল স্থল বন্দরে আবার নতুন করে শুরু হয় আমদানি-রপ্তানি

সীমান্ত বাণিজ্য। সূত্রের খবর, করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের ২২ মার্চ লকডাউন শুরু হয় এবং তা উঠে যায় ২০২১ সালের ১১ জুন। এশিয়ার বৃহত্তম স্থল বন্দর এটি। এখান থেকে ভারত সরকারের দৈনিক গড় আয় প্রায় ২৫-৩০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রায় তিন মাসের উপর এই স্থল বন্দর বন্ধ থাকায় ভারত সরকারের এই আয় বন্ধ ছিল। ১১ জুন থেকে লকডাউন পরবর্তী সীমান্ত বাণিজ্য আবার নতুন করে শুরু হয়। স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর সাম্প্রতিক সময়ে আইসিপি পেট্রাপোলে পাচার ও চোরচালানের ঘটনা তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, লকডাউনের পর একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে বাকি ব্যবসায়ীদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বনগাঁ ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক অশোক দেবনাথ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আগে আশপাশ দিয়ে অনেক ব্ল্যাক হত। এখন বিএসএফের কড়াকড়িতে সেটা অনেক কমেছে। তবে এখন নানা কায়দা করে সেগুলো করে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। কিছুদিন আগে বহু মূল্যবান ক্যান্সারের মেডিসিন ধরা পড়ল। তার আগে ডলার ধরা পড়ল। যেখানে প্রতিদিন পাঁচশো, সাতশো করে গাড়ি যায় যেখানে খেয়াল রাখাটাও একপ্রকার অসম্ভব। আসলে এই চোরাচালান বা পাচার প্রক্রিয়ার এমন একটা র‍্যাকেট বা চক্র আছে, যেখানে আমি আপনি কিছু বললে মার্ডার হয়ে যাবো। এরা গাড়ির পাশ দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে ঘোরে। এই পাচার ও চোরাচালান প্রক্রিয়ার র‍্যাকেট যেমন এদেশে আছে, তেমনই বাংলাদেশেও আছে। আর এই চক্রই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের গাড়ির উপর দিয়ে এইসব করে। এখনও প্রায় চল্লিশটা ভারতীয় ট্রাক কেস খেয়ে বাংলাদেশে আটকে আছে। এই গাড়িগুলো সব ফেন্সিডিল কেসে আটক হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

শ্রমিকরা শিল্প চাইলেও নিলামে উঠতে চলেছে ডানলপ

মলয় সুর : হুগলির সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা অবশেষে নিলামে উঠছে। যদিও কাজ বন্ধ হয়েছিল ২০০৯ সালে। তারপরে কারখানাটির লিকুইজেশনে যাওয়ার কথা থাকলেও প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে তা হয়নি। এরপর ২০১৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে লিকুইডেটর বসে কারখানায়। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই অনলাইনে নিলাম উঠার কথা ডানলপের। সমগ্র কারখানাটির সরকারি মূল্য ধার্য হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। এছাড়া যন্ত্রাংশসহ অন্যান্য জিনিসের মূল্য ১৩ কোটি টাকা। শনিবার দুপুরে শ্রমিক আবাসনে কথা হচ্ছিল রামেশ্বর সিং-এর সঙ্গে। ২০১৯ সালে অবসর নিয়েছেন। তাঁর লাখ চারেক টাকা বকেয়া। এখন এক জায়গায় কেয়ারটেকারের কাজ করেন। তাঁর কথায়, যত দ্রুত সম্ভব নিলাম করে সকলের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হোক। ৫৬ একর ডানলপের জমিতে শিল্পই হোক। আগে কারখানার সুদিনে মুদিখানা, সেলুন, ব্যাঙ্ক, ফায়ার ব্রিগেড, হাসপাতাল, স্কুল, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল থেকে সিনেমা হল। কী ছিল না এই চৌহদ্দিতে রাস্তাঘাট ছিল ঝাঁ-চকচকে। এখন ধূ ধূ করছে প্রান্তরে শুধুই শূন্যতা। পিচের প্রলেপ উঠে রাস্তা এবড়ো খেবড়ো হয়ে গিয়েছে। আগে কোম্পানি ২৪ ঘন্টা আবাসনে জল সরবরাহ করতো। এখন টিউবওয়েল ভরসা। এক বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে অনুমোদনের চিঠি এসেছে। তাতে

লিকুইডেটরের তরফে শ্রমিকদের প্রতিনিধিকে জানানো হয়েছে। ১৪১৫ শ্রমিকের পাওনা বাবদ ১৯ কোটি ৪০ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এই টাকা বাদেও পিএফের মোটা টাকাও পাওয়া আছে। আগে যে জায়গায় কাজ কর্ম চলতো এখন আগাছায় ঢাকা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে শ্রমিকদের অবশ্য রাজ্য সরকার মাসিক ১০ হাজার টাকা ভাতা দিচ্ছে। কিন্তু কোম্পানি কিছুই দিচ্ছে না। অবসর প্রাপ্ত শ্রমিকেরা বলেন, নিলাম হলে আমাদের যেন আবাসন থেকে তুলে দেওয়া না হয়। আমাদের দিকটা যেন ভাবা হয়। এদিকে কারখানা বিক্রি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের কারখানাটি বিক্রি হতে চলায় অনেকের মন খারাপ। তবে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় এই ডানলপের মাঠেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী ভাষণ দেন, সেদিন কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় ডানলপ খোলার বিষয়ে একটি শব্দও বলেননি। দ্বিতীয়ত ওই মাঠেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। তিনিও একইভাবে ডানলপের ব্যাপারে পাশ কাটিয়ে যান। বহু স্মৃতি বিজড়িত ভারতবর্ষের এক নম্বর টায়ার কোম্পানি এখন অবহেলিত পেন্ডুলামের মতো দুলছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 20, 12 March - 18 March 2022

যুদ্ধের ডিভাইডারে যারা রুককে

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

কিছুদিন আগেও রোজ পালা করে সূচক নতুন নতুন উচ্চতা তৈরি করেছে। বিশেষ করে নিফটি ১৮,৬০০-র লকগেট পেরিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু মনে হচ্ছিল ড্রিম রান এখনও শেষ হয়নি। অনেকটাই বাকি থেকে গিয়েছে। আবার উলটোদিক থেকে অপর একটা মন বলছে অন্য কথা। যার সারমর্ম হল, অনেক তো হল, এবার থামো। অর্থাৎ ২০২১-এ যে বিশাল দৌড় নিফটি-সেনসেক্স দৌড়েছে তাতে ইতি টানার সময় হয়ে গিয়েছে। যুক্তির বাইরে গিয়ে এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে বহু লগ্নিকারী, মায় শেয়ার বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও। তাঁরা নিজ নিজ ক্লায়েন্টকে একটু সাবধানে ট্রেড করতে বলছেন। নতুন কোনও লগ্নিতে না গিয়ে, খুচখাচ বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে বলছেন। বস্তুত, সেই থামো মন্ত্রে ইন্ধন জোগাচ্ছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ। বাজারও বেশ খানিকটা নিচে নেমেছে। নিফটি প্রায় ২ হাজার পয়েন্ট এবং সেনসেক্সের পতন হয়েছে ৭ হাজার পয়েন্টের মতো। এখন আবার যুদ্ধের ব্যাপ্তীর ওপর তাকিয়ে বাজার। যুদ্ধ আরও ঘনীভূত হলে পড়বে বাজার। আর তা না হয়ে সমস্যা মিটে গেলে ফের ঘুরে দাঁড়ানো। এরমধ্যে উত্তরপ্রদেশে শাসকের ক্ষমতায় ফেরাও ভারতের অর্থবাজারে অক্সিজেন বয়ে আনবে।

আসলে এই মুহূর্তে শুধু ভারত বলে নয়, আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাদের সূচকও রয়েছে সর্বকালের সেরার জায়গাতে। যার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে জাপানের অর্থবাজারের দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে নিত্য-নতুন উচ্চতা গড়ে তোলার কথা। দুনিয়া খ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এই মুহূর্তে ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪-৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের

ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী বছর খানেক সময়ের মধ্যে ২৩-২৫ হাজারে চলে যেতে পারে। মোটের ওপর সবাই যেন ধরেই নিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থ বাজার এই মোদী-রাজ অব্যাহত থাকতে চলেছে। সামনের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেও। সেক্ষেত্রে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা। আর এখন ২০২২-এর শুরু। অর্থাৎ সামনের এই ৩ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে। এর পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হওয়া, ভালো বর্ষা, দেশি-বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা, নোটবন্দি পরবর্তী বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে। এর সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১-২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। তার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ভারতের শেয়ার বাজার জুড়ে ডোমেস্টিক বা দেশি ফান্ডের ক্রমবর্ধমান শক্তি বাড়িয়ে তোলা। গত এক বছর তো বিদেশিদের কার্যত সাইডলাইনে রেখে ভারতের অর্থ বাজারের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ডিআইআই বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি। এই কর্তৃত্ব খুব সহজে ডোমেস্টিকরা ছেড়ে দেবেন বলে মনেও হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মে-জুন পর্যন্ত ফান্ড-এর জোগান অব্যাহত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় নিফটির পক্ষে ২২ হাজার ছুঁয়ে ফেলাও খুব একটা অসম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। তবে কাজ করতে হবে কড়া স্টপ লস মেনেই।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ মার্চ – ১৮ মার্চ ২০২২

মেষ রাশি : মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে করবেন। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। চাকরীক্ষেত্রে শুভ। কর্মে সাফল্য। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় শুভ ফল পাবে। চিকিৎসাক্ষেত্রে, প্যারামেডিকেল কর্মী ও পুলিশদের ক্ষেত্রে শুভ। ফাটকা অর্থ পেতে পারেন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার ভগবান লক্ষী নরসিংহের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : অকারণে মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য পাবে। সন্তানের কৃতিত্বে খুশি। চাকরীতে সাফল্য ও ব্যবসায় অগ্রগতি হবে। দাম্পত্য মনোমালিন্য হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। পারিবারিক কোনো শুভ অনুষ্ঠান হবে। কর্মে সাফল্য পাবে।

প্রতিকার : শুক্রবার মা লক্ষ্মীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : চাকরীতে বাধা আসার সম্ভাবনা। চাকরীতে পদোন্নতিতেও বাধা আসবে। কিন্তু ব্যবসায় সাফল্য আসবে। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সন্তানের খুশিতে খুশীর জোয়ার। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। আয় বৃদ্ধি পেলেও ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : ৪১ বার 'ওঁ মহাবিষ্ণবে নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। সন্তানের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চাকরীক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল পেতে বিলম্ব। কর্মভাব শুভ। কিন্তু ব্যয়, আয় অপেক্ষা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী নারায়ণের পুজো করুন।

সিংহ রাশি : আর্থিক দিক থেকে খুবই শুভ বলা যায়। পারিবারিক সমস্যা থাকবে কিন্তু চাকরীর ক্ষেত্রে শুভ হলেও ব্যবসায় অধিকতর শুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করুন। পায়ে ব্যথা, প্রেসার, সুগার প্রভৃতি হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন সূর্য্য মন্ত্র পড়ুন।

কন্যা রাশি : চাকরীতে উন্নতি ও ব্যবসায় প্রসারতার ক্ষেত্রে এই সপ্তাহ অতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা থাকবে। রোগের প্রকোপ একটু কমবে। কর্মভাব ও আয়ভাব শুভ। তবে কর্মে অতিরিক্ত চাপ আসবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আশার সম্ভাবনা। ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে।

প্রতিকার : প্রতিদিনি ''ওঁ বুধায় নমঃ''১৪ বার জপ করুন।

তুলা রাশি : মানসিক উদ্বেগ থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের সাফল্যে খুশি হতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ঠান্ডা লাগা, বাতজ ব্যথা প্রভৃতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হবেন।

প্রতিকার : ''ওঁ মহালক্ষ্মীর নমঃ'' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক উদ্বেগ এড়াতে ব্যায়াম, শরীরচর্চা করুন সকালে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। চাকরীর ক্ষেত্রে শুভ কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। শরীরের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৮ বার 'ওঁ ভৌময় নমঃ জপ করুন'।

ধনুরাশি : সম্পর্কের উন্নতিতে বাধা। চাকরীতে শুভ ফল পাবে না কিন্তু ব্যবসায় কিছুটা শুভ ফল লাভ করবে। কর্মক্ষেত্রে ও আয়ভাব শুভ। ঠান্ডা লাগা, বাতজ ব্যথায় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার দুধ ও ফল খেয়ে ব্রত করুন।

মকর রাশি : চাকরীর থেকে ব্যবসায় তুলনামূলক শুভ ফল পাবে। সন্তানের জন্য চিন্তার কারণ হবে। কর্মভাব শুভ কিন্তু আয়ভাব শুভ নয়। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হবেন।

প্রতিকার : শনিবার ভিক্ষুক বা বিকলাঙ্গদের সাহায্য করুন চাল দিয়ে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় শুভ ফল পাবে। ব্যবসায়ীরা শুভ ফল পাবে। কর্মোন্নতিতে বাধা কিন্তু আয়ভাব শুভ বলা যায়। প্রেসার, গা-হাত-পায়ের যন্ত্রণা প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার ভিক্ষুকদের পুরনো বস্ত্র দিন।

মীন রাশি : অযথা বিবাদ এড়িয়ে চলুন। চাকরীতে শুভ ফল পাবে কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে ততটা শুভ ফল পাবে না। উচ্চশিক্ষায় বাধা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। চোখ, নার্ভ,ঠাণ্ডাজনিত রোগের সম্ভাবনা। ধর্মে আগ্রহ বাড়বে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ বৃহস্পতে নমঃ' জপ করুন।

শব্দবার্তা ১৯০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। ভৃত্য, পরিচালক ৫। গোল গোল ৭। ঝরনা, ফোয়ারা ৯। শ্রুতিকটু, ১০। রান্নাঘর ১২। যে বনে পশপাখি নিরাপদ আশ্রয় পায় এবং যেখানে শিকার নিষিদ্ধ।

উপর-নীচ

১। জমির পরিচয় পত্র ৩। প্রয়োজন ৪। শয্যা থেকে উঠে বসা বা দাঁড়ানো ৬। সস্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক এমন ৮। প্রণাম ১১। সন্দেহপূর্ণ সংশয়কুল।

সমাধান : ১৮৯

পাশাপাশি : ১। জনক ৪। টোস্ট ৫। রদবদল ৬। বদনাম ৮। দলে দলে ১১। উৎপলাক্ষ ১২। খাট ১৩। রবার

উপর-নীচ : ১। জনপ্রবাদ ২। করলা ৩। অবয়ব ৪। ঘোল ৭। মজুমদার ৯। লেখাপড়া ১০। সাক্ষর ১১। উট।

গ্রামের ডিজিটালাইজেশনের উপর বিশেষ জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শীর্ষ অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছেন গ্রামবাসী, দরিদ্র এবং কৃষকরা। সে কারণেই কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির কথা মাথায় রেখে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকার কৃষিকে 'হাই—টেক' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং চাষের ঐতিহ্যগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে এটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামীণ আবাসন থেকে রাসায়নিক মুক্ত কৃষি, গঙ্গার ধারে একটি পাঁচ কিলোমিটার প্রশস্ত করিডোর এবং কেন—বেতওয়া নদী লিঙ্ক প্রকল্পের মাধ্যমে বুন্দেলখন্ডে সেচের জন্য জল—এই সমস্ত উদ্যোগই প্রমাণ করে যে বাজেট প্রতিটি ভারতীয়ের চাহিদা পূরণ করে। কোভিডের ভয়াবহ ধাক্কার পর দেশের অর্থনীতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে চলেছে।বাজেটে কৃষি বিধানের উদ্দেশ্য হল কৃষি,

কৃষক এবং গ্রামগুলিকে উৎসাহিত করা, তাঁদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা। এই বছরের বাজেটে কৃষকদের জন্য ড্রোন, রাসায়নিক মুক্ত চাষ এবং সরকারি—বেসরকারি অংশীদারিত্বের জন্য সারাদেশের কৃষকদের ডিজিটাল এবং হাই—টেক পরিষেবায় উন্নীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রণোদনা এবং প্রযুক্তিগত প্রণোদনা—সহ কৃষি ও কৃষকদের শক্তিশালী করার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। গ্রামগুলি এবং কৃষকেরা এখন আর শুধু তাঁদের আয় বৃদ্ধিই করতে পারবেন এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বীও হতে পারবেন।

নগর উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করবে। এই পটভূমিতে পদ্ধতিগত নগর উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। তাই শহরগুলির জন্য নীতি, সক্ষমতা তৈরি, পরিকল্পনা, পুনঃবাস্তবায়ন এবং প্রশাসনের বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য একটি উচ্চ—পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদ, নগর অর্থনীতিবিদ এবং প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকবে। ভবন উপ—আইনের আধুনিকীকরণ, নগর পরিকল্পনা স্কিমএবং 'ট্রানজিট—ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট' বাস্তবায়িত হবে। এতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। অমরুতপ্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা ছাড়াও রাজ্যগুলি গণপরিবহন প্রকল্পগুলির সুবিধা পাবে। নগর পরিকল্পনা এবং নকশায় 'ভারত—নির্দিষ্ট' জ্ঞান বিকাশের জন্য এবং এই অঞ্চলগুলিতে প্রত্যয়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য, বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'সেন্টার ফর এক্সিলেন্স' হিসাবে মনোনীত করা হবে। শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হবে। শূন্য জীবাশ্ম—জ্বালানি নীতি, বিশেষ গতিশীল অঞ্চল এবং ইভি যানবাহনের মতো বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। মেট্রো গতি দ্রুত করতে অর্থায়নের নতুন উপায় গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও শহরে গণপরিবহন এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে মাল্টিমোডাল সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। শহরগুলিতে গণপরিবহনকে উন্নীত করার জন্য, শীঘ্রই একটি বিশেষ গতিশীলতা অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

স্টার্টআপের জন্য কর ছাড়ের সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টার্টআপের জন্য বিদ্যমান কর ছাড়ের সীমা আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত স্টার্টআপগুলি তিন বছরের জন্য করে ছাড় পায়, যা বাড়িয়ে চার বছরে করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, স্টার্টআপগুলো অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, করোনা অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন শিল্পের জন্য 50 হাজার কোটি টাকার ক্রেডিট গ্যারান্টি (CREDIT GUARANTEE OF 50 THOUSAND CRORE RUPEES TO THE TOURISM INDUSTRY)

২০১৪সাল থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার পর্যটন ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিকাঠামোতে সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছে। কিন্তু করোনার সময় পর্যটন ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাই এই খাতে সাহায্য করতে অর্থমন্ত্রী ৫০,০০০ কোটি টাকার ক্রেডিট গ্যারান্টি আকারে ত্রাণ দিয়েছেন। বিনিয়োগের মাধ্যমে ৬৫,০০০

কোটি টাকা তোলা হবেRS 65,000 CRORE WILL BE RAISED THROUGH DISINVESTMENT ২০২২—২৩অর্থ বছরে বিনিয়োগের মাধ্যমে ৬৫,০০০কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার 'ডিসইনভেস্টমেন্ট'(লগ্নিকৃত সম্পত্তি থেকে অর্থ ফেরত নিয়ে নেওয়া) সম্পন্ন হয়েছে। নীলাচল ইস্পাতের জন্য একজন কৌশলগত অংশীদার নির্বাচন করা হয়েছে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া'র আইপিও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

ডিজিটাল অর্থপ্রদান প্রচারের জন্য ৭৫টি ডিজিটাল ব্যাংকিং ইউনিট গঠন 75 DIGITAL BANKING UNITS TO BE FORMED TO PROMOTE DIGITAL PAYMENTS

দেশে ডিজিটাল অর্থপ্রদানের প্রচারের জন্য ২০২২সালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী দেশের নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে ৭৫টি জেলায় ৭৫টি ডিজিটাল ব্যাংকিং ইউনিট তৈরির ঘোষণা করেছেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমইএস) প্রতি বিশেষ মনোযোগ (SPECIAL ATTENTION TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) করোনার সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এমএসএমইসেক্টরকে সাহায্য করার জন্য দুই লক্ষ কোটি টাকার সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকার এমএসএমই সেক্টরের জন্য ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি স্কিমকে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। ৫০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা করেছে।এমএসএমইখাতকে শক্তিশালী করতেআগামী পাঁচ বছরে ৬০০০ কোটি টাকার কর্মসূচির সূচনা করা হবে। উদ্যম, ই—শ্রম, এনসিএস, এবং এএসইইএম পোর্টালগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করা হবে এবং তাদের পরিধি সম্প্রসারিত করা হবে। সেগুলি 'লাইভ অর্গানিক ডাটাবেস'—সহ পোর্টাল হিসাবে কাজ করবে। এর ফলে ধারের সুবিধা এবং উদ্যোক্তাদের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

প্রাকৃতিক কৃষিতে নজর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের ২.৩৭ লক্ষ কোটি সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। প্রথমবার বাজেট প্রস্তাবে সরকারি ক্রয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।যারা এমএসপিসম্বন্ধে ভুল তথ্য প্রচার করে তাঁদের প্রতি সরকারের উপযুক্ত জবাব।

সারা দেশে রাসায়নিক মুক্ত প্রাকৃতিক চাষের প্রচার, প্রথম পর্যায়ে গঙ্গার ধারে পাঁচ কিমি প্রশস্ত করিডোরে কৃষকদের জমির উপর নজর। সরকার ২০২৩ সালকে মিলেটের বছর হিসাবে মনোনীত করেছে। এর উদ্দেশ্য হল পরিবর্তনশীল জলবায়ু পরিস্থিতিতে মোটা শস্যদানার পুষ্টি এবং চাষ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কৃষকদের ডিজিটাল এবং উচ্চ—প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি নতুন সরকারি—বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) প্রকল্প চালু করা হবে। নাবার্ড—এর মাধ্যমে, কৃষি স্টার্ট আপ এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লাইন স্কিম কৃষকদের সাহায্য করবে। 'কৃষক ড্রোন' শস্য মূল্যায়ন, জমির রেকর্ডের ডিজিটাইজেশন এবং কীটনাশক এবং গাছের খাদ্য ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে। সমবায়ের জন্য বিকল্প ন্যূনতম কর পরিশোধ ১৮.৫% থেকে কমিয়ে ১৫% করা হয়েছে।

২৯ জন শিশুকে বাল্য পুরস্কারে সম্মানিত করা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজকের নতুন ভারতে ছোট থেকে বড় সকলেই কৃতিত্ব এবং যোগ্যতার জন্য প্রাপ্য স্বীকৃতি এবং সম্মান পান। উল্লেখযোগ্য অবদান এবং অসামান্য কৃতিত্বের জন্য দেশের শিশুরা যখন সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয় তখন তারা সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হয়, অনুপ্রাণিত হয়। 'জাতীয় শিশু কন্যা দিবস'এবং 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'—এর অংশ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী২৪জানুয়ারি দেশের শিশুদের প্রতিভা এবং অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় বাল্য পুরস্কার ২০২২ প্রদান করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী'প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বাল্য পুরস্কার' বিজয়ীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বলেন, তোমরা শিল্পসংস্কৃতি থেকে শুরু করে বীরত্ব, শিক্ষা থেকে উদ্ভাবন, সমাজসেবা এবং খেলাধুলা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমাদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার পেয়েছো। এবং কঠিন প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছো। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে শিশুরা অংশগ্রহণ করেছে এবং তাঁদের মধ্যে থেকে তোমাদের নির্বাচিত করা হয়েছে।পুরস্কারপ্রাপ্তের সংখ্যা হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু আমাদের দেশে অসংখ্য প্রতিভাবান শিশুও রয়েছে। শিশুদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতার সময় তাদের অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট জেলার ডিএমও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর নয়াদিল্লিতে পুরস্কার প্রাপ্তক শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু এবার কোভিড মহামারির কারণে তা সম্ভব হয়নি, ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আজ আমরা গর্ববোধ করি, যখন দেখি ভারতের তরুণ

তরুণীরা স্টার্টআপের জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। আজ, আমরা গর্ববোধ করি যখন দেখি যে ভারতের তরুণরা নতুন উদ্ভাবন করছে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ জন শিশুকে জাতীয় বাল্য পুরস্কার ২০২২—এ সম্মানিত করেছেন। ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরস্কার বিজয়ীদের ডিজিটাল শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার বিজয়ীদের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য এই প্রযুক্তি প্রথমবার ব্যবহার করা হয়েছে।

পুরস্কারের বিভাগ— বাল্য শক্তি পুরস্কার এবং বাল্য কল্যাণ পুরস্কার (ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক)

সারা ভারত থেকে নির্বাচিত পুরস্কার প্রাপকেরা—এই শিশুদেরব্যতিক্রমী কৃতিত্বের জন্য দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। উদ্ভাবন (৭), সমাজসেবা (৪),শিক্ষা (১), খেলাধুলা (৮),শিল্প ও সংস্কৃতি (৬)এবং বীরত্ব (৩)। ২১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এই পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে ১৫ জন ছেলে এবং ১৪ জন মেয়ে ছিল।

নগদ পুরস্কার— জাতীয় বাল্য পুরস্কার ২০২২ বিজয়ীদের নগদ ১,০০,০০ টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।

'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ'

নিজস্ব প্রতিনিধি : সীমান্তরেখায় ভারত নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হলেও কেন্দ্রীয় সরকার 'বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনে'র মূলধন ব্যয় ৪০% বৃদ্ধি করেছে। ২০২ -২২ অর্থবছরে এর জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫০০ কোটি টাকা, এই বছর তা হয়েছে ৩৫০০ কোটি টাকা। এটি গুরুত্বপূর্ণ টানেল (সেলা

এবং নেচিফু টানেল) এবং প্রধান নদীগুলির উপর সেতু নির্মাণ-সহ সীমান্ত পরিকাঠামো গঠনের গতি ত্বরান্বিত করবে। ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেখানে জনবসতি বিরল,সীমিত সংযোগ এবং অবকাঠামো রয়েছে, সেইসব গ্রামগুলির উন্নয়নের জন্য ভাইব্রেন্ট ভিলেজপ্রোগ্রাম।

প্রাথমিক পরিকাঠামো, বাড়িঘর, পর্যটন কেন্দ্র, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের সুবিধা চালু করা হবে। ডিটিএইচ'এর মাধ্যমে দূরদর্শন এবং শিক্ষামূলক চ্যানেল পৌঁছে যাবে। পাশাপাশি এখানে জীবিকার জন্য একটি বিশেষ তহবিলও প্রদান করা হবে। এগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

মৈপীঠের পুকুরে কুমির

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার লোকালয়ে মহাদেব হালদার নামে এক বাসিন্দার পুকুরে কুমির ভাসতে দেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ালো। স্থানীয় মানুষজন কুমির দেখতে এলাকায় ভিড় জমায়। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে মৈপীঠ উপকূল থানার নগেনাবাদ এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তর ও পুলিসকে। মৈপীঠ থানার পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই এলাকা থেকে লোক জনের ভিড়কে হটিয়ে দেয়। এদিকে, খবর পাওয়া মাত্র রায়দিঘি রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পুকুরটিকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে। তারপর কুমিরটিকে উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে রায়দিঘি রেঞ্জের রেঞ্জার স্বপন মন্ডল বলেন, কুমিরটি প্রায় ৫ ফুটের মত লম্বা। নদী থেকে কোনও ভাবে পুকুরে এসে পড়েছে। এদিন বিকেলে কুমিরটির শারীরিক পরীক্ষার পর বনি ক্যাম্পের অধীন লক্ষীখালি খালে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে এদিন মহাদেব বাবু বলেন, সকালে পুকুরে আচমকা একটি ছোট কুমির ভাসতে দেখি। ভয়ে তাড়াতাড়ি পুলিস ও বন দপ্তরে খবর দিই। তবে এটিকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে অন্যত্র পাঠানোয় খুশি মহাদেব হালদার

বিয়ে রুখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাবালিকা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বিয়ে রুখলো ডায়মন্ডহারবার পুলিশ প্রশাসন ও সিনি। দক্ষিণ 24 পরগনার বাসুলডাঙা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ অম্বলহারা এলাকার ক্লাস টুয়েলভ এর এক ছাত্রীর আজ বিয়ে হওয়ার কথা ছিল আমতলার এক ছেলের সাথে। সেই মতন বাড়িতে চলছিল বিয়ের প্রস্তুতি। প্যান্ডেল থেকে শুরু করে খাবার–দাবার সমস্তকিছুই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রীর এখনো বিয়ের বয়স হয়নি গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলো ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ প্রশাসন। এরপরই ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ ও সিনির যৌথ প্রচেষ্টায় বন্ধ করে দেওয়া হয় এই ১৭ বছরের নাবালিকা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বিয়ে। ছাত্রী বলসিদ্ধি সাজমহল স্কুলে ক্লাস টুয়েলভে পড়তো। এবছর তার উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দরিদ্র পরিবারে অভাব–অনটনের দায়ে বাবা বিয়ে ঠিক করেছিল তার। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ প্রশাসন জানতে পারে নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এরপরই তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলে পুলিশ প্রশাসন এবং গোটা বিষয়টি ভালো করে বোঝান। তারপরই পরিবারের পক্ষ থেকে বুঝতে পারে তাদের ভুলটি। আজ ডায়মন্ড হারবার থানা তার পরিবারের লোকজনের পক্ষ থেকে একটি মুচলেখাও দেওয়া হয়েছে যাতে ওই ছাত্রীটি পরীক্ষা দিতে পারে এবং তার উপযুক্ত বয়স না হলে বিয়ে না দেয় সেই বিষয়ে তার পরিবারের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়।

পুড়ে গেল দুটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার সকালে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল রাস্তার পাশে থাকা দুটি দোকান। আর এই ঘটনা কে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো।ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে ৯ টা নাগাদ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল মন্দিরবাজার থানার দক্ষিণ বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নুর মহম্মদপুর এলাকার জয়নগর মুলদিয়া রোডের পাশের একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজ লাগোয়া জাকির পেয়াদার কাঁটাতেলের দোকানে আচমকাই আগুন লেগে যায়। স্থানীয় মানুষ জনের প্রাথমিক চেষ্টায় ও জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্রের সহায়তায় ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই ঘটনায় দুটি দোকানের জিনিস পত্র, একটি মোটরসাইকেল সহ দোকানগুলি পুড়ে যায়। আগুন নেভাতে গিয়ে এই ঘটনায় আহত হন জাকির পেয়াদার স্ত্রী। তবে জাকির পেয়াদা সে সময় দোকানে ছিলো না। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন মন্দিরবাজার থানার পুলিশ। এদিন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারের ছেলে রমজান পিয়াদা বলেন,আমি দোকানের পিছনে এম্ব্রয়ডারির কাজ করছিলাম। আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখি এই ঘটনা ঘটে গেছে। তবে সাধারণ মানুষের অভিযোগ বহুদিন ধরে এখানে বেআইনি ভাবে কাঁটা তেল বিক্রি হচ্ছিল। আর তার থেকে এই আগুন লেগেছে।তবে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গৃহবধূর মৃত্যু জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আগের দিন এক গৃহবধূকে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠলো তাঁর শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার শ্রীপুর রামকৃষ্ণপুর ঘোষ পাড়া এলাকায়। মৃতার নাম নিবেদিতা ঘোষ (৩৩)।মৃতার বাপের বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু দাস পাড়া এলাকায়। মৃতার মা অর্পণা মন্ডল বলেন,আজ থেকে ১৫ বছর আগে রামকৃষ্ণপুর ঘোষ পাড়ার নব কুমার ঘোষের ছেলে বরুণের সাথে দেখাশোনা করে মেয়ের বিয়ে দিই। বিয়ের কয়েক বছর সংসারে তেমন কোনো অশান্তি ছিলো না।ওদের ১২ বছরের একটি কন্যা আছে। হঠাৎ তিন চার বছর ধরে আমার মেয়ের উপর মানসিক অত্যাচার শুরু করে। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আমরা সব কিছু মেনে নিই। কিন্তু গত মাঘি পূর্ণিমার দিন মেয়ে জামাই এর সাথে অশান্তি করে আমাদের কাছে চলে আসে। তার কয়েক দিন পরে জামাই এসে মেয়েকে বুঝিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। সোমবার সকালে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে মেয়ে জামাই এর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়।আর তার পরেই এই ঘটনা। ওদিন দুপুর বেলায় মেয়ের শ্বশুর বাড়ি থেকে খবর আসার পর আমরা দেখি মেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। আমরা তড়িঘড়ি পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওদিন রাতেই মৃতার মা জয়নগর থানায় জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে মেয়েকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার অভিযোগ আনেন। আর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ মৃতার স্বামী বরুণ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্য দিকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

গুরুতর জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলন্ত ইঞ্জিন ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই ওই যুবক চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার রাতে কলকাতা থেকে কাজ সেরে ট্রেনে চেপে বেতবেড়িয়া(ঘোলা) স্টেশনে নেমেছিলেন। সেখান থেকে মোটর চালিত ইঞ্জিনভ্যানে চেপে বসেছিলেন নাসিরউদ্দিন সেখ নামে ওই যুবক। আমচকা রাস্তার উপর বাম্পার টপকাতে গিয়ে চলন্ত ইঞ্জিন ভ্যান থেকে ছিটকে পড়েন

তিনি। তার মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিলেন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ওই যুবক কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই যুবক।

কুলতলিতে শুরু খাল সংস্কারের কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : এবার সুন্দরবনের কুলতলিতে এক কোটির বেশি অর্থে খাল সংস্কারের কাজ চলছে। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে খাল সংস্কার না হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলমগ্ন হচ্ছিল গ্রামের পর গ্রাম। কৃষিজমির দফারফা হয়েছিল।আর এই সমস্যা সমাধানে এবার উদ্যোগী হয় কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল। প্রায় ১ কোটি টাকার বেশি অর্থে খাল সংস্কার কাজ চলেছে। কয়েকদিন আগে সেই কাজের সূচনাও করে দিয়েছেন বিধায়ক। এ ব্যাপারে বিধায়ক গণেশ মণ্ডল বলেন, ৩০০ মিটারের মত খাল সংস্কার করা হচ্ছে। খাল সংস্কার করার পর

জল সংরক্ষণ করে তা কৃষিকাজে ও মাছ চাষে ব্যবহার করা হবে। প্রায় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এই কাজে। জল সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এই কাজ করছেন।বর্ষার আগেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি–দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগরে বিবেকানন্দ স্কুল থেকে কালী মন্দির পর্যন্ত ৩০০ মিটার খালের সংস্কার করা হবে। এর জেরে শ্যামনগর, দুর্গাপুর মৌজার কয়েক হাজার গ্রামবাসীদের দুর্ভোগের শেষ হবে। খালটি অনেক বছর ধরে সংস্কার না হওয়ায় কচুরিপানায় ভরে গিয়ে জল যেতে সমস্যায় হচ্ছিল। ফলে ওই সব এলাকাগুলি ভারী বর্ষণে প্লাবিত হত। সাধারণ বাসিন্দারা এই খালটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছিল স্থানীয় বিধায়কের কাছে। বাসিন্দারা বলেন, খাল দিয়ে জল পাশ হতে পারত না, কারণ সংস্কারের কাজ পিছিয়ে ছিল। যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলেই আমাদের ভয়ে কাটাতে হয়। এই খাল সংস্কার হয়ে গেলে গ্রামগুলি আর প্লাবিত হবে না। কুলতলি ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, এই খাল সংস্কার হলে জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের মাধ্যমে মিষ্টি জল সংরক্ষণ করে এলাকার কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি, মাছের ভেড়িতে মাছ চাষের জন্য ও এই জল ব্যবহার করা হবে।আর এতে এলাকার প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে।আর এই কাজ দেখে খুশি এলাকার মানুষ জন।

আবগারি অফিসে ডেপুটেশন একদল মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন নারীদের সুরক্ষা বঞ্চিত সহ একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে আবগারী অফিসে ডেপুটেশন দিল এআইএমএসএস জয়নগরে। মেয়েদের সুরক্ষা নেই রাস্তাঘাটে,বিহারের মতন এই রাজ্যেও অবিলম্বে মদ বন্ধ করার সহ একাধিক দাবি নিয়ে এ দিন বেলায় জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার সন্ধ্যা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মহিলারা মিলিত ভাবে জয়নগর আবগারী অফিসে ডেপুটেশন জমা দেন। এ ব্যাপারে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা

হয়, রাজ্যে নারীরা সুরক্ষিত নয়। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহ মদ বন্ধ করতে হবে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে। নাহলে আমাদের এই লড়াই চলবে।আর নারী সুরক্ষাই যদি না থাকে তাহলে নারী দিবসের গুরুত্ব কী রইলো।

ডাঃহারবারের ২৮ বীরাঙ্গনার গল্প

অরিজিত মন্ডল: যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। একদিকে যেমন তাদের সংসারের মতন দায়িত্বভার হাতে তুলে নিতে হয়েছে ঠিক তেমনই ডায়মন্ডহারবার শহর পরিস্কারের দায়িত্ব তাদের হাতে। আজ শোনাবো ডায়মন্ডহারবার শহরের ২৮ জন রিয়েল হিরো গল্প। ভোর রাতে যখন আমরা গভীর ঘুমে ব্যাস্ত ঠিক তখন ওদের কাজ ভোটার ডায়মন্ডহারবার শহরকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে তোলার। শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য ভরা হুগলি নদীর তীরে ছোট্ট শহর ডায়মন্ড হারবার, যার পরতে পরতে মিশে আছে ঐতিহ্য মাখা ভালোবাসা। আর সেই ডায়মন্ড হারবার শহরে এদিকে–ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে এই ২৮ জন রিয়েল হিরো, যারা পর্দার পেছন থেকে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হীরক বন্দরী ডায়মন্ড হারবার কে তুলে ধরেন আমাদের সামনে। আজ শোনাবো মারুফা অর্চনা, মরিয়ম দের মত রিয়েল হিরোদের গল্প। যখন আমরা গভীর ঘুমে রাত যাপন করি। ঠিক তখনই মারুফা অর্চনা মরিয়ম দের মতন রিয়েল হিরোরা ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে পড়ে গোটা ডায়মন্ডহারবার শহর পরিষ্কারের লক্ষ্যে। এরা ডায়মন্ডহারবার পুরসভার সাফাই কর্মী একজন দুজন নয়। এইরকম ২৮ জনের

একটি টিম রয়েছে মহিলাদের। যারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার হসপিটাল মোড় থেকে মুক্তাঙ্গন পর্যন্ত সাফাই এর কাজ করে প্রত্যেকদিন। একটু কষ্ট করে যদি কাকভোরে উঠে ডায়মন্ডহারবার শহর প্রদক্ষিণ করা যায় শোনা যাবে ঝাঁটার খসখসানি শব্দ। যখন মানুষ গভীর ঘুমে ব্যস্ত তখন এই মহিলারাই ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে পড়ে শহর পরিষ্কারের লক্ষ্যে। এদের কারোর বাড়ি ডায়মন্ড হারবার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে, কাঠের বাড়ি তিন নম্বর ওয়ার্ডে আবার কারোর বা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পরে যখন আমরা গভীর ঘুমে ব্যস্ত থাকি তখন ঠিক এই রিয়েল হিরোরাই গোটা ডায়মন্ডহারবার শহর চকচকে করে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে শুধুমাত্র এই কাজ নয়। সংসারের অভাব অনটনের দায়ে কেউবা এই কাজের পরে চলে যায় অন্যের বাড়িতে পরিচালিকার কাজ করতে। আবার কারোর বা সংসারের সমস্ত কাজ সেরে সামলাতে হয় পরিবার–পরিজনদের নিয়ে। এই ২৮ জন মহিলা নিজেদের মধ্যে তিন থেকে চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে যায় প্রত্যেকদিন। যার মধ্যে রাস্তার একদিকের ফুটপাতের কিছুটা অংশ একজন পরিষ্কার করলে অন্যজন করে অপরপ্রান্তের ফুটপাতের অংশটা, ঠিক এইভাবে নিজেদের মধ্যে কর্মবন্টন এর মাধ্যমে এই ২৮ জন মহিলা বছরের প্রত্যেকটি দিনই এই ভাবে গোটা ডায়মন্ডহারবার শহর কে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে বেরিয়ে পড়েন সেই কাকভোরে। কেউ আসে ভোর চারটের সময় আবার কেউবা পাঁচটা মানুষের চোখ খুলে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার আগেই পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে গোটা ডায়মন্ডহারবার শহর। আর এইভাবেই পর্দার আড়ালে থেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ডায়মন্ডহারবার শহর কে উপহার দেয় তারা আমাদের জন্য। আর বেঙ্গল প্রেস টিভির পক্ষ থেকে কুর্নিশ জানাই এই ২৮ জন রিয়েল হিরোকে।

বাটাগুড় বাস্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরল প্রজাতির বাটাগুড় বাস্কা কচ্ছপ কে পুনরায় সুন্দরবনের জলে প্রতিস্থাপন করতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফ থেকে। সোমবার তার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফ থেকে। যার নাম

দেওয়া হয়েছে ভিশন ২০৩০। আর এই সময়ের মধ্যে ১০০ টিরও বেশি বাটাগুড় বাস্কা কে ছাড়া হবে সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীর জলে। বাটাগুড় বাস্কাকে নিয়ে সুন্দরবনে কাজ নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষা হয়েছে এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ কে নিয়ে। এই বাটাগুড বাস্কার প্রজনন বাড়াতে ইতিমধ্যেই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। প্রতিটি বাটাগুড় বাস্কার দেহে বসানো হয়েছে আমেরিকা থেকে আনা আধুনিক প্রযুক্তির জিপিএস মেশিন।গত কয়েকদিন আগে সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে ছাড়া হয়েছে বারোটি পূর্ণবয়স্ক কচ্ছপ এবং ৩৭০ টি বাচ্চা। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্যাম্পে বিগত নয় বছর ধরে এই বিরল প্রজাতির বাটাগুড় বাস্কা কচ্ছপকে প্রজনন করাতে সক্ষম হয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। তাদের উপর এই সময় কাল ধরে চলেছে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর্ব। প্রথম পর্বে সাতটি পুরুষ এবং তিনটি মহিলা কচ্ছপ নিয়ে শুরু হয় এই বাটাগুড় বাস্কা প্রজনন পর্ব।

এ বিষয়ে ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর তাপস দাস বলেন, মূলত সুন্দরবনের বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকা বাটাগুড় বাস্কাকে প্রাকৃতিক উপায়ে ডিম থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করে তা সুন্দরবনের নদীতে ছেড়ে দিয়েই তাদের বংশবৃদ্ধি করাই হচ্ছে প্রাথমিক লক্ষ্য। শুধু তাই নয় এর ফলে যাতে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য বজায় থাকে তাও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। আর তার জনাই ২০৩০ সাল কে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ টি পূর্ণবয়স্ক বাটাগুড় বাস্কাকে ছাড়া হবে সুন্দরবনের জঙ্গলের নদীতে।

চালু হলো টেলি অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব ভারতে এই প্রথম বারুইপুরে অত্যাধুনিক টেলি অ্যাকাডেমির সূচনা হল। টালিগঞ্জ থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বারুইপুর টংতলায় অত্যাধুনিক টেলি অ্যাকাডেমির ৪টি স্টুডিও ফ্লোর ও প্রশাসনিক ভবনের সূচনা হল। বৃহস্পতিবার বিকালে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে দূরাভাষের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একই সঙ্গে বারুইপুরের টংতলায় অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক পি উলগানাথন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি,অভিনেত্রী দোলন রায় সহ টেলি অভিনেতা–অভিনেত্রীরা। পূর্ব ভারতে এই প্রথম টেলি অ্যাকাডেমি গড়ে উঠল বারুইপুরে, এমনই বললেন অধ্যক্ষ। ৭,২০০ বর্গ ফুটের ৪টি অত্যাধুনিক স্টুডিও।তাঁর জন্য তৈরি করা হয়েছে হোস্টেল। যাতে ৪২ জন করে ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। কিছুদিন পরেই তা চালু হবে। এদিন

প্রতিটিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা মেকআপ রুম, সিনিয়র অভিনেতা–অভিনেত্রীদের জন্য থাকবে আলাদা ব্যবস্থা। শুটিং–এর আদর্শ জায়গা। চারতলা বিশিষ্ট হোস্টেল। প্রশাসনিক ভবন, ক্যান্টিন সহ অফিস রুমের ব্যবস্থা। ১০ একর জমিতে ১৩২.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই টেলি অ্যাকাডেমি নির্মিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের থাকার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুলিস প্রশাসন নিরাপত্তার ব্যাপারে নজর দেবে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শিল্পীদের জন্য এই অত্যাধুনিক টেলি অ্যাকাডেমি গড়ে ওঠায় অনেক কলাকুশলী নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। অভিনয় জগতের মানুষেরা খুশি বারুইপুরে এই রকম একটা টেলি অ্যাকাডেমি চালু হওয়ায়।

কৃষি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ দিন ধরে কৃষি কাজে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছে জয়নগরের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। নিয়মিত তাঁরা চাষিদের হাতে কলমে চাষের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। প্রতিবছরের মতন এবছরও সুন্দরবনের চাষিদের নিয়ে তিন দিনের ৬২ তম বর্ষের বার্ষিক উৎসব, কৃষি প্রদর্শনী ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালন করলো তাঁরা নিমপীঠ বিবেকানন্দ ময়দানে। শুক্রবার এই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী নিত্যকামানন্দজী মহারাজ, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, আইসিএআর–এর অধিকর্তা ডঃ সুব্রত রায়,নার্বাডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার ডঃ এ আর খান,জেলা প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের উপ অধিকর্তা ড: তারাশঙ্কর পান,সহ মস্য অধিকর্তা সব্যসাচী ব্যানার্জী,জেলা জজ ও চৈতালী চ্যাটার্জী দাস, কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন মন্ডল সহ আরো অনেকে।

নববারাকপুরে দুয়ারে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে পুরসভার ১৮, ১৯ এবং ২০ নং ওয়ার্ডের নাগরিকদের পরিষেবায় দুয়ারে সরকার শিবির কর্মসূচি হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের । তিনটি ওয়ার্ডের নাগরিকদের অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দেয় এদিন। লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে ২০৬ জন, স্বাস্থ্যসাথী ১২২ এবং খাদ্যসাথী প্রকল্পের ৯২ জনের, মানবিক ৭১ জন, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ৩৬ জন আবেদনপত্র জমা পড়ে এদিন । বার্ধক্য ভাতা ৭৩, বিধবা ভাতা খাতে ৩৭টি পরিষেবা প্রদানে, স্বাস্থ্য খাতে ০৬ জন আবেদন জমা পড়ে। পাশাপাশি তপশিলী এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সার্টিফিকেট ৩৩ জন আবেদন পরিষেবা প্রদান করা হয়। জানান

পুরসভার দুয়ারে সরকার শিবির ইনচার্জ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। সোমবার পর্যন্ত ১৫৬৩ জন লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ১ মার্চ মঙ্গলবার থেকে শুরু দ্বিতীয় পর্যায়ের শিবির। শেষ হল ৭ মার্চ পর্যন্ত। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার বড় বাবু সজল নন্দী মজুমদার, ১৯ এবং ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোজ সরকার, আরতি দাস মল্লিক সহ পুর কর্মচারীরা। পুরসভার ১৮,১৯ এবং ২০নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সকাল থেকে মানুষ লম্বা লাইন দাড়িয়ে বিধি মেনে আবেদনপত্র জমা করেন। উপভোক্তারা নিজেদের আবেদনপত্র জমা দিয়ে ভীষণ খুশি।

নারী পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবাই মিলে ভাবো,নতুন কিছু করো, নারী পুরুষ সমতার, নতুন বিশ্ব গড়ো। ৮ মার্চ ,আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকল নারীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ,ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবিকা দের নিয়ে নানা অনুষ্ঠানে র মাধ্যমে পালিত হল বিশ্ব নারী দিবস।বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন,সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর অবদান, তাদের ভূমিকার প্রতি সম্মান জানাতেই এই দিনটি উদযাপন করা হয়। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম হল পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশ রক্ষায় নারীর অবদান। ১৯৭৫ সাল থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীদের ওপর হওয়া বৈষম্য, নির্যাতনের বিরুদ্ধে করা প্রতিবাদে নারীদের জাগ্রত করাই নারী দিবস পালনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । নারী দিবসের রঙ নির্ধারিত হয়েছে বেগুনি এবং সাদা, যা নারীর প্রতীক। বেগুনি রঙ নির্দেশ করে সুবিচার ও মর্যাদা, যা দৃঢ়ভাবে নারীর সমতায়ন। এ নারী দিবস পালনের পটভূমি হচ্ছে এই দিনে আমেরিকায় ঘটে যাওয়া এক আন্দোলন। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের সুতা কারখানায় কর্মরত নারীশ্রমিকরা সড়কে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন । সেদিন বেতন বৈষম্য, নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা আর কাজের বৈরি পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নারীরা একজোট হলে তাদের উপর কারখানা মালিকেরা আর মদদপুষ্ট প্রশাসন দমন–পীড়ন চালায়। প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ১৯০৮ সালে জার্মানীতে এ দিনটি স্মরণে প্রথম নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে প্রায় ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে অংশ নিয়েছিলেন।এ সম্মেলনেই প্রথমবারের মত ক্লারা প্রতি বছরের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন।এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ১৯১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ নারী দিবস পালিত হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের আহবান করলে এরপর থেকে সারা বিশ্বব্যাপী দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

অনন্যা সম্মানে ভূষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে অনন্যা সম্মানে' সম্মানে ভূষিত হলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনস্থ বারুইপুর মহিলা থানার আধিকারিক ইন্সপেক্টর কাকলী ঘোষ কুন্ডু।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দফতর এবং মহিলা কমিশনের দ্বারা অনন্যা সম্মানে (Women Achiever-2022)সম্মানিত হলেন বারুইপুর মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কাকলী ঘোষ কুন্ডু। বর্তমান সমাজে তাঁর কাজের মাধ্যমে নারী সুরক্ষা এবং নারী ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা,পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের লীনা গঙ্গোপাধ্যায়,পশ্চিমবঙ্গ শিশু

সুরক্ষা কমিশন অনন্যা চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। অনন্যা সম্মানে সম্মানিত হয়ে বারুইপুর মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কাকলী ঘোষ কুন্ডু জানিয়েছেন পুরস্কার পেয়ে নারী হিসাবে গর্ববোধ করছি। কিন্তু পুরস্কার পাওয়ায় সমাজের প্রতি আরো দায়িত্ব বেড়ে গেলো।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১২ মার্চ –১৮ মার্চ, ২০২২

আগামী দিল্লি কার ?

সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টি চারটি রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। এই জয় আপাত দৃষ্টিতে কোনও একটি রাজনৈতিক দলের জয় হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গণতান্ত্রিক ভারতের নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে তুলে দিয়েছে।

প্রথমত বাংলার বাইরে এমন এক নির্বাচন যেখানে ভোটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক হানাহানি রক্তপাত প্রাণহানির পর্যায় পৌঁছায়নি। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনা করলে সেই ফারাক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর অধীনে ভোট হবে কি হবে না এই বিতর্ক আদালত পর্যন্ত পৌঁছে যায় শেষ দিন পর্যন্ত। লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত এবং পুরভোটে রাজনৈতিক সন্ত্রাস নিয়ম মাফিক হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রতিক কালে। ভোট কর্মীদের অসহায় অবস্থা, জীবিত ভোটারদের বহু ক্ষেত্রে ভোট পড়ে যাবার অভিযোগ প্রায়সই শোনা যায়। কয়েকটি নির্বাচনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কথা এখনও শিহরণ জাগায় সাধারণ মানুষের মনে। এছাড়াও রাজনৈতিক গোষ্ঠী সংঘর্ষ কিংবা ভোটকে কেন্দ্র করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার নির্মম নিদর্শন কিছুদিনের জন্য সংবাদ মাধ্যমের চর্চার বিষয় হলো অচিরেই সব পক্ষই সেই সব সন্ত্রাসের কথা ভুলে যায়। শুধু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের মনে চিরস্থায়ী ক্ষত থেকে যায়। আগে ভোট সন্ত্রাসের ব্যাপারে বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের দিকে আঙুল তোলা হতো কিন্তু মণিপুর, গোয়া, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রমাণ করলো নির্বাচন মানেই রক্তপাত আতঙ্ক নয়। সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি অর্থ ব্যয় হয় নানা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা একান্ত জরুরি যেখানে সব নির্বাচনকে এক সঙ্গে করে তোলা সম্ভব। ভোট প্রক্রিয়ার সরলীকরণের একমাত্র উপায় অনলাইনে ভোট প্রক্রিয়া চালু করা। এতে দেশের আর্থিক অপচয়ের পাশাপাশি ভোটে অসহ্যতা কমবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় অনেক কিছুই অনলাইনে চলছে খালি নির্বাচন প্রক্রিয়া সেই আগের মতোই ইভিএম আর ব্যালটের বিতর্কে আবর্তিত হয় প্রতিবার।

ভোটে বিজেপির এই জয় আরওএকটি প্রশ্ন তুলে দিল বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলির সম্পর্কে। বিগত এক মাসের সংবাদ পত্রগুলিতে চোখ বোলালে কিংবা বৈদ্যুতিন মাধ্যম গুলির দিকে নজর রাখলে স্পষ্ট হয় যে শাসক দলগুলির নিরপেক্ষতার অভাব প্রকট। বেশির ভাগ সংবাদ মাধ্যম উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পর্কে নানা নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করেছে। উত্তরপ্রদেশের বাস্তব পরিস্থিতি বাংলার সংবাদ মাধ্যমগুলি এবং সংবাদ মাধ্যমগুলি সঠিকভাবে উপস্থাপন করেনি। সংবাদ মাধ্যমগুলির উপর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার চাপ থাকতেই পারে কিন্তু তা সংবাদ মাধ্যমের নৈতিকতাকে যেন অতিক্রম করে না যায়। উত্তর প্রদেশের যোগী সরকার সে রাজ্যের মানুষদেরকে খুব খারাপ অবস্থায় ফেলে রেখেছে এমন একটা ছবি ভোট যুদ্ধের আগে বারংবার তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রস্থিতিত যে অমন ছিল না তার প্রমান নির্বাচনী ফলাফল।

রাজনৈতিক সংবাদদাতারা কয়েক দশক ধরেই পক্ষপাতিত্বের স্বীকার হচ্ছেন। ক্রমশ এই ব্যাধি কিছু টিভি চ্যানেল এবং সংবাদ পত্রের মধ্যেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রমশ যেন সামাজিক মাধ্যম গুলি অনেক বেশি গ্রহণ যোগ্য হয়ে উঠছে।

দু বছর পর পশ্চিমবাংলায় লোক সভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। বলা হয়ে থকে উত্তরপ্রদেশ যার দিল্লিও তার । যদিও এই পর্যবেক্ষণ সর্বদা সফল হয়নি। ছন্নছাড়া বিরোধী ঐক্য আগামী দু বছরের মধ্যে কতটা ঐক্যবদ্ধ হবে তা ভবিষ্যৎই বলবে তবে কংগ্রেস ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হয়ে গেছে এবং আগামী দিনে দিল্লি মসনদ দখল করতে পারবেনা তা স্পষ্ট

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ষোল

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ।।১৬।।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে আদি কবি ও বিশ্বপালক, হে যম, শুদ্ধ ভক্তদের পরমগতি এবং প্রজাপতিদের সুহৃদ– কৃপা করে আপনার অপ্রাকৃত রশ্মির জ্যোতি অপসারণ করুন যাতে আপনার আনন্দময় রূপ আমি দর্শন করতে পারি। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান। সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্বন্ধের মতো আপনার সাথে আমি সম্বন্ধযুক্ত।

তাৎপর্য

উপলব্ধি করেছে, তারা শুদ্ধ ভক্তদের ক্রিয়াকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভগবান শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান করে সর্বদাই তাঁদের সাহায্য করেন; এভাবেই তাঁর বিশেষ অনুকম্পাবশত সমস্ত অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হয়। মনোধর্মী জ্ঞানীরা এবং যোগীরা এটি চিন্তা করতে পারে না, কারণ তারা কম-বেশি নিজেদের শক্তির ওপরই নির্ভরশীল। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, যাঁদেরকে তিনি অনুগ্রহ করেন, একমাত্র তাঁরাই ভগবানকে জানতে পারেন, অন্য কেউ নয়। এই প্রকার অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের ওপর অর্পিত হয়। শ্রীঈশোপনিষদ ভগবানের অনুগ্রহ এভাবেই উল্লেখ করেছে, যা ব্রহ্মজ্যোতির সীমানার উর্ধ্বে।

ফেসবুক বার্তা

কলকাতা

রাষ্ট্রপতির কন্যা সাধারন বিমানসেবিকা

ভারতীয় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের মেয়ে স্বাতী কোবিন্দ। তিনি আসলে এয়ার ইন্ডিয়ার একজন সাধারন বিমানসেবিকার কাজ করতেন। কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়ার কেউই জানতেন না যে তিনি রাষ্ট্রপতির মেয়ে। আসলে স্বাতী চাননি যে তাঁর পরিচয় প্রকাশ হোক। এমনকি পিতার নামের জায়গায় তিনি সংক্ষেপে আর. এন. কোবিন্দ লিখতেন। অনেক পরে যখন পরিচয় সামনে আসে, তখন স্বাতীর নিরাপত্তার কথা ভেবে এয়ার ইন্ডিয়া তাকে হেডকোয়ার্টারে কাজ করতে পাঠায়।

/IndiaKolkataCity

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে

অমিতাভ সেন

দ্বিজত্ব লাভের (পৈতা) সময় একটা বই উপহার পেয়েছিলাম : নির্বাসিতের আত্মকথা, লেখক উপেন্দ্রনাথ সান্যাল আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দী। ডাণ্ডাবেড়ি, কলুর ঘানি, নারকেল ছোবড়ার দড়ি কাটার সীমাহীন পরিশ্রম, তার সঙ্গে ওয়ার্ডেনের চাবুক এই সব মর্মন্তুদ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। লোহার সোনকিতে অখাদ্য লপসি, পরিমিত জল (পান ও শৌচ দুই কাজের জন্যই) বন্দী জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বিপ্লবী উল্লাস কর দত্তকে মাথা নীচু পা ওপরে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল। মাথায় রক্তপ্রবাহ হয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এই বিপ্লবীকুলের অন্যতম ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। হীরে ফেলে আঁচলে গিরে দেওয়া এক শ্রেণির মানুষের স্বভাব। এই সব অমূল্য রতনদের ফেলে চেগুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রোদের মুখ ছাপানো টি শার্ট ৭০-৮০ দশকে যুবকদের ফেভারিট ছিল। এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। নেহরুভিয়ন ঐতিহাসিকদের দৌরাত্ম্য ভারতমায়ের উজ্জ্বল রত্নদের নতুন প্রজন্মের কাছে অজানা রেখে দিয়েছে। অটলজী বলতেন– তিনি চাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। নির্মম সেলের ওপরে একটি মাত্র ঘুলঘুলি। গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরেও সূর্য কিরণ সেলের প্রায়ান্ধকার দূর করতে পারতো না। তবুও চাঁদ নেমে আসতো সাভারকর এর মননে। ডাণ্ডাবেড়ি, হ্যান্ড ক্যাপ সত্ত্বেও তিনি হাজার হাজার পংক্তি কবিতা সেলের দেওয়ালে লিখে গেছেন এ খণ্ড পাথরের সাহায্যে। এই সদাবন্দনীয় বিপ্লবীকূল এরা সকলেই তো ছিলেন যুবক, গড় বয়স ২৫ বছর (সেই তুলনায় গান্ধী যখন কংগ্রেস রাজনীতিতে আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৬ বছর।) জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া, বসন্ত বর্ষার কাকলি কূজন সবই তো অনাস্বাদিত। তবুও বাসন্তী চোলিকে কোন রঙে রাঙিয়ে তাঁরা ধরায় এসেছিলেন।

বৈকুণ্ঠ সুকুলকে মনে আছে? রিপাবলিকান দলের ইনারমান ফণী ঘোষকে যিনি চূড়ান্ত শাস্তি দিয়েছিলেন। লাহোর বৈপ্লবিক মামলায় ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেবের ফাঁসি হয়। যতীন দাস অনশনে মৃত্যুবরণ করেন। লালা লাজপত রায় এর হত্যাকারী স্যান্ডার্সকে গুলি করে মারা, দিল্লির অ্যাসেম্বলিতে বোমা ফেলা, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদাম প্রভৃতি অভিযোগ এই সব বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ছিল। ইনার ম্যান ফণী ঘোষ রাজসাক্ষী হয়ে পার্ডন পেয়েছিল। অনেকদিন পর বেতিয়াতে ফণী থাকতো। পাহাড়াও সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল মানুষ সবকিছু ভুলে গেছে মনে করে। এমন এক নিশ্চিন্ত দিনে ফণী দিবানিদ্রা সেরে সবে মাত্র উঠি উঠি করছে, এমন সময় কে যেন ডেকে উঠলো, দাদা, দাদা, ঘরমে হ্যাঁয়? ফণী আধো ঘুম চোখে বেরিয়ে আসতেই বিপ্লবী জুটি বৈকুণ্ঠ সুকুল ও চন্দ্রিমা সিং ধারালো কুকরী দিয়ে তাকে চিরঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিলেন। সোনপুর মেলায় ব্রিজের ওপর তাঁরা বেশ কিছুক্ষন পরে ধরা পড়ে যান। বৈকুণ্ঠ সুকুলের ফাঁসি হয় গয়া জেলে। সেই সময় নিকটবর্তী সেলে ছিলেন বিপ্লবী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র যিনি একাধারে ছিলেন সুগায়ক, সুলেখক, জনদরদী কর্মবীর ও আজীবন সংগ্রামী। পাটনা জেলে অনিন্দ্য রূপবান বৈকুণ্ঠ তাঁর পরিচিতির মধ্যে আসেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও চয়নিকার কবিতাগুলি আরও অনেক বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠও পড়তেন। তাঁর অতিপ্রিয় কবিতা ছিল : সেই মহা বরষার রাঙা জল! ওগো মরণ হে মোর মরণ। গয়া জেলের হাবিলদার বিভূতিবাবুকে বলেছিল : যেদিন থেকে সুকুল জীর ফাঁসির হুকুম পাকা হয়ে গেল, সেদিন থেকে তার শরীর যেন গোলাপের মতো রাঙা হয়ে উঠতে লাগলো– গুলাব জৈসা, গুল জৈসা খিল রহা থা। ফাঁসির আগের সন্ধেবেলা বৈকুণ্ঠ অনুরোধ করেছিলেন, বিভূতিদা, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটা গান না দাদা; সেই হাসি হাসি পড়বো ফাঁসি।

এ গানটা শেষ হলে সুকুলের পরবর্তী অনুরোধ – দাদা, একবার আপনার বাঁশিটা বাজান। একটা দেশলাই এর খোলে এক টুকরো পাতলা কাগজ রেখে অদ্ভুত সুর তুলতে পারতেন বিভূতিবাবু। একবার এক গোরা জেলার

ফ্লুট বাজাচ্ছে ভেবে ছুটে এসেছিল। রাত্রি অবসানে ফাঁসি পথযাত্রী অনুজ বিপ্লবীর অনুরোধে প্রথমে বাজিয়েছিলেন এবং পরে গেয়েছিলেন ইউপিতে রামপ্রসাদ বিসমিল যে গানটি তৈরি করেছিলেন– সর ফরোশি হর তমান্না অব হামারে দিল মে হ্যয়। বৈকুণ্ঠের পরবর্তী অনুরোধ দাদা ওহী গানা, যো রবীন্দ্রনাথ কা 'মরণ হে মোর মরণ'।

গুরুদেব এর এটি কবিতা, কোনওদিন সুর লাগান নি। বিভূতিবাবুর কণ্ঠে সেদিন দেবী সরস্বতী ভর করেছিলেন। দরবারী কানাড়ায় সুর লাগিয়ে তিনি গেয়েছিলেন– অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মোর মরণ। গান গাইতে গাইতে ভোর চারটে বেজে গেছিল।

–দাদা, ওক্ত নজদিক আ গয়া, অখরি গানা বন্দেমাতরম্ শুনাইয়ে...

বিপ্লবীদের কাছে এই গান ছিল মাতৃবন্দনা, মাতৃপূজার মঙ্গলাচরণ। এই পূজায় শত শত যুবক আত্মবলিদান দিয়েছেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউস তৈরি করেছিলেন মেধাবী ভারতীয় ছাত্রদের থাকা এবং পড়াশুনার সুবিধার্থে। একদিন একটা ঘর থেকে খুব হাসির আওয়া আসছে। সাভারকার সেখানে গিয়ে দেখেন অপর এক আবাসিক ছাত্র মদনলাল ধিংড়া হাসি মজাক করছেন। সাভারকর তাকে বলেন, ভাই, এটা কী আমাদের হাসি ঠাট্টা করার সময়। আমাদের মাতৃভূমি কত অত্যাচার সয়ে যাচ্ছেন। সেদিন তোমাকে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাইলাম, তুমি বললে পরে শুনবো। সেই সময় তোমার হাতে সময় ছিল না, আর আজ হাসি আনন্দে সময় নষ্ট করছো। মনে রাখছো না মাতৃপূজায় বলিদান দরকার।

মদনলালের মনে এই বক্তব্য অনুরণন তোলে। তিনি অন্য একটি বাড়িতে চলে যান। দিন কয়েক পর পুনরায় ফিরে এসে অভিনব ভারত-এর নেতা সাভারকারকে বলেন– বলি প্রস্তুত। সাভারকার উত্তর দেন, বলি যখন স্বয়ং প্রস্তুত, তখন বলিদানের সময় এর জন্য পাঁজি পুথি খোঁজার প্রয়োজন নেই।

এই আলোচনায় ফসল— স্যর উইলিয়ম কার্জন উইলি রক্ত স্নান করলো। এ ছিল এক প্রাক্তন রাজপুরুষ এবং বঙ্গভঙ্গের রূপকার-এর সহায়। দুই মাস বাদে মদনলালের ফাঁসি হয়। ফাঁসির আগে অগ্নিসাধক মদনলাল বলেন : Poor in wealth and health, a son like myself has no thing else to offer to the mother but his own blood, my only prayer to God is that, I may be reborn of the same mother and may redie in the same sacred cause till the cause is successful, Vandematarm! চার্চিল এই বক্তব্যকে বলেছিলেন ব্যালাড থেকে পেট্রিয়টিজম্।

বৈকুণ্ঠ সুকুল ফাঁসির আগে কালো টুপি পড়াতে দেননি। সাহেব রুমাল নাড়ছে, কিন্তু জল্লাদ লিভার টানছে না। সুকুলজী চেঁচিয়ে বলেছিলেন, দের ক্যোঁও করতে হো?

এই শার্দূল শ্রেষ্ঠ তরুণরা অনেকেই তো অবিবাহিত ছিলেন না। দার পরিগ্রহ করেছিলেন নিমাই পণ্ডিতও। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষার পর নবদ্বীপে ফিরেছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। প্রথা অনুযায়ী একবার মাতৃমুখ দর্শন করতে হয়। এক শিষ্য এসেছেন শচীমাতাকে শ্রীঅদ্বৈত অঙ্গনে নিয়ে যেতে। বিষ্ণুপ্রিয়াও তৈরি হয়েছেন... শিষ্য বললেন, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি তো নেই। একাকীনি বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে বসে অশ্রুমোচন করছেন... আমি তাহলে কী নিয়ে থাকবো...। হঠাৎ কপাটে কার করস্পর্শ... ঠক ঠক ঠক! বিলাপ থামিয়ে অর্গল খুলে দেখেন সন্ন্যাসীর একজোড়া পাদুকা, যা সারাজীবন বিষ্ণুপ্রিয়া পূজা করে এসেছেন। কাষ্ঠ নির্মিত শ্রীপাদুকা আজও নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মন্দিরে পূজিত হয়।

মাতা ও পত্নীর কথা এই সব সশস্ত্র সংগ্রামীদের কারান্তরালে মনে পড়তো না তা নয়। বৈকুণ্ঠ সুকুল ছিলেন অসামান্য রূপবান এবং বিহারের সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে কিশোর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। গয়া জেলে ফাঁসির আগে সেল থেকে বেরোবার সময় তিনি পাশের সেলে বিভূতি দাশগুপ্তকে ডাক দিয়ে বলে গেছিলেন, দাদা অব তো চলনা হ্যায়। এক বাৎ মুঝে কহনা হ্যয়। আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন ছোটোবেলায় বিবাহ দেবার যে প্রথা বিহারে এখনও চলছে, এটাকে বন্ধ করার জন্য যেন চেষ্টা করবেন। দাদা তবে চলি– আবার আমি আসবো, দেশতো এখনও আজাদ হয়নি– বন্দেমাতরম! কাজেই উদাসীন তারা কখনই ছিলেন না। বীর সাভারকরেরও পত্নী ছিল। ১৯৩৭ সালে প্রকৃত অর্থে কারামুক্ত হবার পর তিনি পরিবারেই ফিরে গেছিলেন। ১৯৬৬ সালে তাঁর মহা প্রয়াণের তিন বছর আগে পত্নী বিয়োগ হয়। আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকার সময় হাজার হাজার ছত্র কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু 'নীরার প্রেম/নীরার অসুখ' জাতীয় পংক্তি আছে কি? এই বীর বিপ্লবীদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দেশ মাতৃকার বন্ধন মোচন, পাশাপাশি অস্পৃশ্যতা উচ্চনীচ ভেদাভেদ প্রভৃতি বিষ থেকে ভারতীয় সমাজকে মুক্ত করা; চূড়ান্ত লক্ষ্য দেশ মাতৃকাকে জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানো। তারা গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন স্বামী বিবেকানন্দের সেই সত্য সিদ্ধ উক্তি : আমি দেখিতে পাইতেছি আমার ভারতমাতা সারা জগতের পূজা পাইতেছেন। এর উপায়ও স্বামীজি বলে গেছেন : আগামী ৫০ বছর ভারতের সকল দেবদেবী নিদ্রা যান। তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা হোন ভারতমাতা। বিবেকানন্দের নির্দেশমতো অনেকেই প্রথাগত পূজা অর্চনা মানতেন না। সাভারকরও ছিলেন এই দলের। লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউসে লেনিনও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। রাত্রি গভীর হওয়ায় একসঙ্গে রাত্রি যাপনও করেছেন। ফ্রান্সের বালুকাবেলায় সাঁতার কেটে উঠেছিলেন জাহাজের টয়লেট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর। তৃতীয় দেশের ভূমিখণ্ড থেকে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা আইন বিরুদ্ধ। এ নিয়ে অনেক লেখাপত্র তাঁর বন্ধুরা লালা হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনি নাইডু, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর অগ্রজ) করেছিলেন। সেলুলার এর জেলর বন্দীকে বলেছিল, তোমার কয়েদ পঞ্চাশ বছরের জন্য। বীর সাভারকর হেসে জবাব দিয়েছিলেন– অতদিন তোমরা এই দেশে থাকবে তো। এই কালাপানি পর্ব নিয়েই বামপন্থী এবং তথাকথিত সেক্যুলারবাদীরা যতো মিথ্যা অপপ্রচার বীর সাভারকারের বিরুদ্ধে করে গেছে, তিনি নাকি মুচলেকা দিয়েছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রবাহ পথটাই এরা বুঝতে পারেনি বা চায়নি। বিচারের সাথে নাটক করে, ব্রিটিশ ভারতমাতার বিপ্লবী সন্তানদের জেলে নিদারুণ যাতনা বা ফাঁসি দিয়েছে। জেলমুক্তির পর অধিকাংশ সন্তান পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সামাজিক সুধার লক্ষে লড়াই করে গেছেন। প্রতি মুহূর্তে ধূপের মতো নিজেকে পুড়িয়ে মাতৃপূজায় জীবন আহুতি দিয়ে গেছেন। কবি নজরুল 'আমার কৈফিয়ৎ' এ যা লিখেছেন জেলে বসে শুধু তাস খেলে সেটা এনাদের পথ ছিল না। অত্যাচার, কুখাদ্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা সেলুলার জেলে অনশন করেছেন, সাভারকর তাঁদের দীর্ঘয়িত বা আমরণ অনশন করতে নিষেধ করেছেন : আমাদের মেন ল্যান্ডে ফিরে অনেক লড়তে হবে। ফেরার চেষ্টাই করতে হবে। এই সংকল্প সাধনা থেকেই চিঠিপত্র লিখতেন। I am a 'D' (Dangerous) category prisoner. If it is not possible to include me, transport the rest of my friends ot the main land and release them–এই রকম বাক্য বন্ধ প্রায় প্রতিটি পত্রাচারেই ছিল। ১৯১৩ সালে এক লাল মুখো জেলর ক্রেডো মন্তব্য করছেন– নো মার্সি পিটিশন– অর্থাৎ এই রকম চিঠিকে মুচলেকা বলা যায় না। ইন্দুভূষণ রায় নামে এক বিপ্লবী আত্মহত্যা করেছিলেন। সাভারকর উদ্বেগে থাকতেন এই ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ১৯২১ সালে কিং জর্জ ফিফথ Amnest ঘোষণা করে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ অনেকেই মুক্তি পান। সেলুলার জেলের রিকনস্ট্রাকশন হচ্ছিল। বিনায়ক ও তাঁর ভাই গণেশ সাভারকর রত্নাগিরি জেলে ১৯২৪ পর্যন্ত বন্দী থাকেন। বিনায়ক তারপরও ১৩ বছর নজরবন্দী দশা। আন্দামান পর্বে যে নিন্দামন্দ বামেরা বীর সাভারকরের বিরুদ্ধে করে, তার মূলে রয়েছে এক মানবিক সংবেদনশীলতা, অনুজ বিপ্লবী ভাইদের প্রতি অগ্রজ সংগ্রামীর সভীতি আশংকা ও মনোবেদনা।

শতবর্ষ পূর্বের উদ্বেগ সংশয় আজও ফাগুন হাওয়ায় নবীন বর্ণময়তা দেখায়। বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা!

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

গোপাল কমলাকর পিপলাই
শ্রীপাট মাহেশ, হুগলি

নির্মল গোস্বামী

কমলাকর পিপলাইয়ের কথা বলতে গেলে একটু বিষয়ান্তরে প্রবেশ করতে হয়। সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'রাধারানী' গল্পটি অনেকেই পড়েছে। ছোট মেয়ে রাধারানী তার অসুস্থ মায়ের পথ্যের জন্য মাহেশের রথযাত্রার মেলায় বনফুলের মালা বিক্রি করতে গিয়েছিল। কিন্তু আচমকা ঝড়বৃষ্টিতে সব পণ্ড হয়ে যায়। কর্দমময় পিচ্ছিল পথে গল্পের নায়ক তাকে হাত ধরে বাড়ি পৌঁছে দেয়। এই মাহেশের রথযাত্রার মেলা আজ থেকে প্রায় ৬০০ বছর আগে যিনি প্রবর্তন করেছিলেন তার নাম হল ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী। ঋষিতুল্য ধ্রুবানন্দ একবার শ্রীক্ষেত্রে যান। সেখানে জগন্নাথের ছাপ্পান্ন ভোগের আয়োজন দেখে খুবই আপ্লুত হন। তিনি মনে মনে সংকল্প করেন নিজ হাতে ভগবানের সেবা করবেন। কিন্তু তাঁর হাতের তৈরি ভোগ জগন্নাথ দেবকে নিবেদন করতে পারেননি পাণ্ডাদের বাধায়। বুক ভরা কষ্ট নিয়ে ধ্রুবানন্দ ফিরে আসেন মাহেশে। এদিকে প্রভু জগন্নাথ অনুভব করলেন তাঁর ভক্তের দুঃখ। তাই একদিন দারুব্রহ্ম স্বপ্নে দেখা দিয়ে ধ্রুবানন্দকে বললেন, এইখানেই আমাকে প্রতিষ্ঠা করে ভোগ দে আমি তা গ্রহণ করব। ঠিক সময়ে ভাগীরথীতে মূর্তির নিমার্ণের কাঠ ভেসে এলো–

সঙ্গে মূর্তি নিমার্ণের জন্য শিল্পীও। ধ্রুবানন্দ খড়ের চালা ঘর নির্মাণ করে জগন্নাথের ভোগরাগ নিবেদন করতে থাকলেন। ক্রমে ক্রমে পাকা মন্দির নির্মাণ হল। ধ্রুবানন্দ পুরীর মতো করে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাও শুরু করেন। সময়ের স্রোতে একদিন ধ্রুবানন্দ বয়সভারে জর্জরিত হন। ইহধাম ত্যাগ করার পূর্বে মনে একটাই আশা যে তার অবর্তমানে জগন্নাথের সেবার ভার বহন করার মতো একজন লোক চাই। প্রভুর কাছে চোখের জলে কাতর আবেদন করে ধ্রুবানন্দ 'প্রভু তোমার সেবার ভার গ্রহণ করার জন্য তুমিই কাউকে পাঠাও।' অবশেষে একদিন যেন জগন্নাথ ধ্রুবানন্দের আবেদনে সাড়া দিয়ে এক কৃষ্ণগত প্রাণ যুবককে

পর্ব–৯

পাঠালেন ধ্রুবানন্দের কাছে। যুবককে দেখে ধ্রুবানন্দ আশ্বস্ত হলেন। নিশ্চিন্ত মনে এই যুবকের হাতে জগন্নাথের সেবার ভার তুলে দিতে পারবেন। এবং হলও তাই। কমলাকরের হাতে সেবার ভার ন্যস্ত করে ধ্রুবানন্দ ইহধাম ত্যাগ করলেন। সুদর্শন মিতভাষী, বিনয়ী, বিদ্বান কমলাকর পিপলাই ধ্রুবানন্দের ভক্তগোষ্ঠী দ্বারা সমাদৃত হলেন।

বাৎস্য গোত্রীয় মহর্ষি ছান্দড়ের এক পুত্রের নাম ছিল বনমালী। এই বনমালী বাস করতেন বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীনস্ত পিপলন গ্রামে। অনেকেই মনে করেন যে এই গ্রামের নাম থেকে তাদের পদবী বা উপাধি পিপলাই হয়। কমলাকর পিপলাই যেমন নিত্যানন্দ গোষ্ঠী ভুক্ত ছিলেন। তেমনি নিত্যানন্দ গোস্বামী প্রভুর বংশধরেরা এখনও পিপলনে বসবাস করেন। কমলাকরের পূর্বপুরুষরা এক সময় জীবিকার টানে পিপলন থেকে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তারই একটি শাখা সুন্দরবন অঞ্চলে খালিজুলি অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের একজন শ্রীকর খালিজুলি অঞ্চলের জমিদারি লাভ করে ভাগ্যক্রমে। পরবর্তীকালে রাজা উপাধি পান শ্রীকর। শ্রীকরের স্ত্রীর নাম ব্রাহ্মায়ণী। এই শ্রীকর আর ব্রাহ্মায়ণীর দুই সন্তান। বড় ছেলে কমলাকর আর ছোট ছেলে নিধিপতি। কমলাকরের জন্ম ১৪১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ৮৯৯ বঙ্গাব্দে। শ্রীকরের ধনসম্পত্তির অভাব ছিল না। তিনি চাইলেন ছেলে বিদ্যালাভ করে যেন প্রকৃত মানুষ হয়। তাহলেই তার ধনসম্পদ সদ কাজে ব্যবহৃত হবে। তাই ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তৎকালীন সময়ে বিদ্যার পিঠস্থান নবদ্বীপে পাঠালেন ন্যায়শাস্ত্র পড়তে।

এদিকে নবদ্বীপের উজ্জ্বল রত্ন বিশ্বম্ভর মিশ্র ততদিনে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হয়েছে। বিদ্যাসাগর বিশ্বম্ভরের সঙ্গে পরিচয় হল কমলাকরের। প্রথম দর্শন থেকেই কমলাকর অনুরক্ত হয়ে পড়েন বিশ্বম্ভর মিশ্রের প্রতি। এই বিশ্বম্ভরই হলেন আমাদের প্রাণের ঠাকুর গৌরহরি বা চৈতন্য মহাপ্রভু। মহাপ্রভু তখন পিতৃপিণ্ড দান করে সদ্য সদ্য গয়া থেকে ফিরেছেন। সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা লাভ করেছেন। তারপর থেকেই মহাপ্রভুর দিব্য উম্মাদ ভাব। পড়াতে বসে 'ক' বলতে কৃষ্ণনামে কেঁদে ভাসায়। এই নিমাইকে দেখে আপ্লুত হলেন কমলাকর। নিমাইয়ে প্রাণের আবেগ কেমন করে যেন সঞ্চারিত হল কমলাকরের তনু মনে। কমলাকরও ভক্তিস্রোতে ভেসে যেতে থাকলেন নিমাইয়ের মতো। তিনি মনে মনে অনুভব করলেন যে বিদ্যা লাভের শেষ ফলশ্রুতি হল ভক্তি।

বিদ্যালাভান্তে তিনি ফিরে এলেন খালিজুলিতে। শুনলেন পিতৃ বিয়োগের কথা। সংসারের প্রতি এলো তীব্র বৈরাগ্য। তিনি কুলপুরোহিত শ্রীকান্তের কাছে শাস্ত্র পাঠ শুনতে থাকলেন। শ্রীকান্ত কমলাকরকে 'উৎকল খণ্ড' পাঠ করে শোনালেন। এতে জগন্নাথের প্রতি মনে অনুরাগ জন্মাল কমলাকরের। একদিন ঘর ছেড়ে পথে বের হলেন। উদ্দেশ্য শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া। ততদিনে চৈতন্য ভারতী রূপে নিমাই পণ্ডিত জগন্নাথ ধামে অবস্থান করছেন। আবার মিলন হল পরানসখার সঙ্গে। ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণকে চিনলেন সখা 'মহাবল' অধুনা কমলাকর। আর নিমাই পণ্ডিতও চিনলেন তার প্রাণসখা মহাবলকে। মহাপ্রভু কমলাকরকে বিদ্যানন্দের হাতে সমর্পণ করলেন। কিছুদিন শ্রীক্ষেত্রে বসবাসের পর মহাপ্রভুর আদেশ নিত্যানন্দ যখন নাম প্রচারের জন্য বঙ্গ দেশে এলেন, তখন পুরী থেকে নিত্যানন্দের সকল আপ্তগণই বঙ্গদেশে এসেছিলেন। কারণ পানিহাটিতে দণ্ড মহোৎসবের সময়ে গঙ্গার ধারে বাঁধানো বটবৃক্ষের তলায় নিত্যানন্দের পাশে কমলাকরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরপর নিত্যানন্দের আদেশে নাম প্রচারে বেরিয়ে কমলাকরের সঙ্গে দেখা ধ্রুবানন্দের। জগন্নাথের প্রতি অনুরাগ পূর্বেই ছিল কমলাকরের মনে। তাই ধ্রুবানন্দের অনুরোধে সানন্দে জগন্নাথ সেবার ভার তিনি গ্রহণ করে মাহেশের শ্রীপাট স্থাপন করেন। পরিণত বয়সে বিবাহ করেন কমলাকর। পুত্র চতুর্ভূজ, কন্যা রাধারানী। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে খেতুরীর বৈষ্ণব সঙ্গীতিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সুরধনীতীরে জগন্নাথ সেবায় জীবন বাহিত কালে মাঝে মাঝে ছুটে যেতেন গুরুদেব নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে। আবার নিত্যানন্দ নাম প্রচারে বেরিয়ে শিষ্য কমলাকরের আতিথ্যে কিছু সময় কাটিয়ে যেতেন। শেষ বয়সে পুত্র চতুর্ভূজের হাতে জগন্নাথ সেবার ভার দিয়ে তিনি বৃন্দাবনে যান। সেখানে ৯২ বছর বয়সে ইষ্টচরণে লীন হন ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁরই বংশধরেরা আজও মাহেশে জগন্নাথের সেবা করে চলেছেন।

বিয়ে রোখার ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রীতি সমীক্ষায় দেখা গেছে সিউড়ি এক নং ব্লকের নগরী ও আলুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতে নাবালিকা বিবাহ বেড়েছে। সেই নাবালিকা বিবাহ রোধের বার্তা দিতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা নাটক মঞ্চস্থ করে ইটাগড়িয়া, নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের হলঘরে। সিউড়ি এক নং ব্লকের আইসিডিএস প্রোজেক্ট, SAG কন্যাশ্রী প্রোজেক্ট,চাইল্ড রাইটস এন্ড ইউ,ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে মঙ্গলবার ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান হয় ইটাগড়িয়া নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের হলঘরে। প্রথমে অতিথিদের বরণ করা হয়। নাচ,গান, কবিতা,নাটক মঞ্চস্থ হয়। সিউড়ি এক নং ব্লকের সিডিপিও সঞ্জীবন বিশ্বাস,আইসিডিএস সুপারভাইজার ঝর্না মজুমদার ও বর্ণালী সিনহা, চাইল্ড লাইনের পক্ষে দেবাশীষ দাস ও সোমা সিনহা সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিওয়াইএফআই-এর লাগাতার প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আনিস কাণ্ডে এখনও উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। তার ওপর বাম যুব সংগঠনের রাজ্য শীর্ষ নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের গ্রেফতারের ঘটনায় দিকে দিকে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে বর্ধমান শহরে সদ্য নির্বাচিত এক তৃণমূল কংগ্রেসী কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তুহিনা খাতুন নামে এক কলেজ ছাত্রীকে হুমকি দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ওঠে। পরে ওই ছাত্রীটি আত্মঘাতী হলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই লাগাতার আন্দোলনে নামে। তাদের আন্দোলন কর্মসূচি থেকে আনিস হত্যাকাণ্ড সহ তুহিনা খাতুনের মৃত্যুর যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিচার ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। এরই পাশাপাশি সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া বাম যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ ১৬ জন রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিও তোলা হয়েছে। ৪ মার্চ বর্ধমান শহরে কার্জন গেট চত্বরে পথ অবরোধ সহ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন উক্ত যুব সংগঠনের শতাধিক নেতা-কর্মী। ৬ মার্চ বিকেলে ওই একই দাবিতে জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা পূর্বস্থলীতে বাম ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ, মিছিল, পথসভা সহ গণস্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ডিওয়াইএফ আইয়ের রাজ্য কমিটির সদস্য বীরেশ্বর নন্দী।

৮ লড়াকু মহিলাকে সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া বাগনানের স্বজন সাংস্কৃতিক সংগঠন নারী দিবস পালন করল কলকাতার কলেজ স্কোয়ার চত্বরে। গত মঙ্গলবার দুপুরে অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করলেন সাহিত্যিক আরণ্যক বসুকে। সংস্থার সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু। পরে চন্দ্রনাথবাবু বলেন, সারা বিশ্বে মহামারী করোনা পরিস্থিতির জন্য ২ বছর সব অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। সব আবদ্ধ থাকার পর আজ মুক্ত আকাশের নীচে উন্মুক্ত খোলা হাওয়ায় এক সুন্দর পরিবেশে জমজমাট অনুষ্ঠানে সামিল হয়ে এক অন্য স্বাদ আনল।

চন্দ্রনাথ প্রথমেই বাগনান স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সম্মান জানান। এরপর বাগনান স্টেশনে মহিলা কুলিদের সংবর্ধিত করেন এবং স্টেশন চত্বরে ভিক্ষুকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এদিন কবি, সাহিত্যিক, নাট্যব্যক্তিত্ব, অ্যাডভোকেট, সমাজসেবী, শিক্ষিকা এবং সর্বোপরি জীবনযুদ্ধে লড়াই করা মহিলা হকারদের কুর্নিশ জানান তারা। হাইকোর্টের উকিল রেশমি রহমান এবং শিক্ষিকা মধুমিতা ঋতকে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, মেদিনীপুরের দাপুটে বিপ্লবী মাতঙ্গিনী হাজরার ছবি ও ২১ ফেব্রুয়ারি বইয়ের সঙ্গে নারী শক্তি সম্মান দিয়ে সংবর্ধিত করল বাগনান সাংস্কৃতিক সংস্থা স্বজন। এছাড়া প্রতিদিন উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্ত পুকুরের বাসিন্দা পূর্ণিমা সাহা কলেজ স্ট্রিট এলাকায় পেন বিক্রি করতে আসেন। অ্যাজবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঝুপড়ি ঘর। উপার্জন খুব বেশি নয়। অবসরে সংসার। মেয়েরা যে সব কাজই পারেন সেটা প্রমাণ করেছেন। লড়াই বাঁচার জন্য। তাঁকেও জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ের জন্য সম্মান জানানো হয়।

ওষুধ পৌঁছে দিলো সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। রামপুরহাট এক নং ব্লকের নারায়ণপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সিট পড়েছে কুসুম্বা উচ্চবিদ্যালয়ে। বুধবার পরীক্ষা দিতে এসে ওষুধ আনতে ভুলে যায় সোভাঙ্কী সালুই নামে এক পরীক্ষার্থী। ওষুধ না এলে পরীক্ষা দিতে পারবে না ওই পরীক্ষার্থী। শুরু হবে নাকে রক্তক্ষরণ। এমতাবস্থায় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন রামপুরহাট থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার শিবায়ন ভট্টাচার্য। তেরো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ওষুধটি এনে সকাল ১১:৫৬ নাগাদ পরীক্ষার্থীর হাতে তুলে দেন শিবায়ন। শিবায়নের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষজন।

সিপিএমের তিনদিনের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে বামেদের বিকল্প আর কেউ হতে পারে না। তাই তো বামপন্থীরা কর্মীদের মনোবল বাড়াতে ও সংগঠনকে আরও মজবুত করতে এবং সরকারি অবহেলার বিভিন্ন দিককে সামনে রেখে তিন দিনের ২৫ তম জেলা সম্মেলনের আয়োজন করেছে জয়নগরে। বিশাল সংখ্যক কর্মীদের নিয়ে তিন দিনের এই কর্মী সম্মেলন শুরু হলো রবিবার জয়নগর টাউন হলে।এদিন দুপুরে ২৫ তম এই জেলা সম্মেলন শুরু হয় ঐতিহাসিক মিছিল সহকারে।এদিন বিভিন্ন মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, প্রাক্তন সাংসদ মহঃ সেলিম,প্রাক্তন জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী,বর্তমান জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ি,প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি,প্রাক্তন বিধায়ক রাহুল ঘোষ,হেমেন মজুমদার সহ আরো অনেকে। এ দিন উত্তর দুর্গাপুর,মৌজপুর ও বুড়োরঘাট থেকে বিশাল মিছিল এসে টাউন হলে মিলিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার বাম কর্মী সমর্থক এই মিছিলে যোগ দেন। পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে এই সম্মেলনের সূচনা হয়।এদিন বিমান বসু বলেন,রাজ্যের সরকার ভয় পেয়ে গেছে বলে বেছে বেছে আমাদের কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে। গণতন্ত্র কে হত্যা করা হচ্ছে, লুঠ করা হচ্ছে। সুজন চক্রবর্তী এদিন কড়া ভাষায় রাজ্যে সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন,আনিসকে মেরে ফেলে মিথ্যা কেসে মীনাক্ষী সহ ১৬ জন যুব কর্মীকে আটকে রেখেছে সরকার। নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর বিপরীতে দাঁড়ানোটা কী অপরাধ। তুহিনা, সাগরের ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ সহ একাধিক কেসে এরা জড়িত। আর তাই এই সব অরাজকতা বন্ধ হওয়ার জন্য মানুষ সংঘটিত হচ্ছে।এদিনের বিশাল কর্মীদের উপস্থিতিই তার বড় প্রমাণ।এদিন লাল পতাকায় জয়নগর টাউন হল সহ জয়নগর এলাকা মুড়ে ফেলা হয়েছে। মঙ্গলবার অবধি চলবে এই জেলা সম্মেলন।

বসে আঁকো

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ মার্চ বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে মহা সমারোহে জগন্নাথ গুপ্তা সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন হয়ে গেল। প্রতি বছরের মতো এবছরও তিনটি গ্রুপে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৪৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার পর সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সফল প্রতিযোগীদের কলকাতা বইমেলা পরিদর্শনেরও ব্যবস্থা করে বিবিআইটি পাবলিক স্কুল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিবিআইটির কর্ণধার জগন্নাথ গুপ্তা, জিমস হাসপাতালের পিআরও কমলেশ সিং সহ বিভিন্ন প্রফেসর ও সাংবাদিকবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন মানস বাড়ুই।

নলহাটি থানার সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি থানার ওসি তপাই বিশ্বাসের নেতৃত্বে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে নলহাটির তিনটি দোকানে চুরির কিনারা করলো নলহাটি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর রাতে নলহাটি থানার অন্তর্গত মারুতি পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি ইলেকট্রনিক দোকানের দেওয়াল কেটে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। যেখানে লক্ষাধিক টাকার মোবাইলসহ জিনিসপত্র চুরি করে দুষ্কৃতীরা। তার কিছুদিন পর নলহাটি শহরের একটি সোনার দোকানের পিছনের দিক দিয়ে ওই একইরকম চুরির ঘটনা ঘটে। আবার কিছুদিন পর নলহাটি থানার চামটিবাগানের একটি সোনার দোকানের দেওয়াল কেটে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছিল চোরের দল। নলহাটি থানার ওসি তপাই বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ওই কুখ্যাত দুষ্কৃতীর দলকে চিহ্নিত করে। মালদা জেলার মোথাবাড়ির কাশিমবাজার গ্রাম থেকে সাত্তার শেখ,মোতাহার শেখ ওরফে মতি, বেচন স্বর্ণকার নামে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে নলহাটি থানা। সাত্তার শেখের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের রাধানগর থানার পিয়ারপুর,মোতাহার শেখের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের রাধানগর থানার খাটিটোলা, বেচন স্বর্ণকারের বাড়ি মালদা জেলার ইংলিশবাজার এলাকায়। ২০১৫ সালে ধুবুলিয়ার একটি ব্যাঙ্কের ভল্ট কেটে চব্বিশলক্ষ টাকার চুরির ঘটনা ঘটায় সাত্তার শেখ ও তার দলবল বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

মেহগিনির মঞ্চ মুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ

নবনীতা সেন : স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যাবস্থার কোনো ছবি আমাদের কাছে নেই; অথচ রবীন্দ্রনাথের আছে। বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার কোম্পানি বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড সেদিন ক্রিয়াশীল ছিল। নরেন্দ্রনাথের কোনও ছবি না থাকার কারণ পুলিশ রেইড। তৃতীয় ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন সিমলা স্ট্রিটে তাঁদের বাড়ি পুলিশ তল্লাশি করে এবং বড়ো বড়ো ট্রাঙ্ক ভরে বহু ডকুমেন্ট/বই/ছবি সিজ করে নিয়ে আসে। এইভাবেকালের গর্ভে হারিয়ে যায় 'বিলে' পর্বের অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন বৃত্তান্ত নেহরু সরকার প্রচারের বৃত্তথেকে বাইরে রেখেছিল। সেই শূন্যতা পূরণ করলো ভারত সরকারের পাবলিকেশন ডিভিশনএর বই। শ্যামাপ্রসাদের বাল্যাবস্থা থেকে অনেক মূল্যবান চিত্র সংগ্রহ লোকার্পিত হলো গত সোমবার ৭ মার্চ ভবানীপুর আশুতোষ ভবনে। পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এই উৎসবের মুখ্য ছিলেন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী বলেন- বাঙলার বাঘ আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদের বাসভবনে বঙ্গ গুণীজনের চরণচিহ্ন পড়েছে। এই গৃহ হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষিত হলে মঙ্গল হবে। রাষ্ট্র ধর্ম পত্রিকার সম্পাদক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন এমপি তরুণবিজয় আশা প্রকাশ করেন এই ঐতিহ্য পূর্ণ ভবনে যে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনেক সত্য স্বপ্রকাশ হবে। প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় নিজেই একজন প্রামাণিক জীবনীকার। দেশভাগ রোখার জন্য শ্যামাপ্রসাদ বীর সাভারকার সঙ্গে ক্রিপস মিশনে যুক্তি জাল বিস্তার করেন। কিন্তু যখন দেখেন দেশভাগ রোখা অসম্ভব তখন বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ডের জন্য পুনরায় বঙ্গভঙ্গ করতে বাধ্য করেন বলেন Jinnah Divided India, I Divided Pakistan. রাজ্যপাল ধনখড় বিধানসভায় বিড়ম্বিত সদ্য ফেরার পরও রসবোধ হারান নি। সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অসাধারণ আনুগত্যের কথা রাজ্যপাল মহোদয় উল্লেখ করেন। Worrier Democrat বইটির প্রতিটি পাতায় রয়েছে যা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। প্রতিটি ছবির নীচে রয়েছে সুললিত ক্যাপসন। রয়েছে শ্যামাবাবুর দ্বিজত্ব প্রাপ্তির ছবি থেকে ছাত্রাবস্থার অনেক সাদা-কালো ছবি যা নবীন পাঠকদের আকর্ষণ করবেই। মৃত্যু শয্যায় ডঃ মুখার্জীর ছবিটি পাঠকের মনকে উদাস করে দেবেই। এই বইটি অনেক কথা বলে এবং কিছু কথা গোপনও করে। আমরা জানি নেহরু আইএনএ ফৌজিদের সম্বন্ধে বলতো- এ লোগ নিকম্মে হ্যায়। আইএনএ-র বহু বিশ্বস্ত সেনানী (যেমন কর্নেল হবিবুর রহমন, ব্রিগেডিয়ার কিয়ানী) পাকিস্তানে চলে গেছিলেন এবং কাবাড়িয়াঁদের সঙ্গে শ্রীনগর আক্রমণ করেছিলেন। সে কী নেতাজির জন্য ইনরোড তৈরি করার জন্য? শ্যামাবাবু কি সেই আগমনকে সুগম করতেই শ্রীনগর রওনা হয়েছিলেন? নদী পার হয়ে শ্রীনগর প্রবেশের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইনার লাইন পারমিট প্রথার বিরুদ্ধে প্রতীকি প্রতিবাদ। ইনার লাইন পারমিট সিস্টেম তো জুনাগড়েও অন্যায়ভাবে চালু ছিল। প্রতীকি প্রতিবাদ তো জুনাগড়ে গিয়েও করা যেতো তাহলে?

ম্যানগ্রোভ লাগালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবার কুলতলিতে ম্যানগ্রোভের চারা বসানোর কাজ শুরু হল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করেছিল বনদপ্তর। কিন্তু কুলতলিতে একের পর এক নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কেটে ধ্বংস করে দিচ্ছিল একদল দুষ্কৃতী। এবার সেই জায়গাতেই আবার ম্যানগ্রোভের চারা বসানোর কাজ শুরু হলো রবিবার। এদিন কুলতলির গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গরানকাঠি এলাকায় নদীর চরে প্রচুর পরিমাণে ম্যানগ্রোভের চারা বসানো হয়। এই গ্রামের কয়েকশো মহিলাকেও এই কাজে নামানো হয়। কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল, থানার আই সি অর্ঘেন্দু শেখর দে সরকার নিজ হাতে ম্যানগ্রোভ চারা বসান। প্রসঙ্গত, কুলতলির গোপালগঞ্জ, দেউলবাড়ি, শানকিজাহান কলোনি, আন্ধারিয়া এলাকায় একের পর এক ম্যানগ্রোভ নির্বিচারে কেটে মাছের ভেড়ি নির্মাণের অভিযোগ উঠছিল। এদিন থানার আই সি অর্ঘেন্দু শেখর দে সরকার বলেন, আজ প্রায় আড়াই হাজার ম্যানগ্রোভের চারা বসানো হয়েছে। এখন থেকে প্রতি রবিবার করে এই কর্মসূচি নেওয়া হবে। পাশাপাশি,কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল বলেন, আগামীদিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কে রক্ষা করবে এই ম্যানগ্রোভ। এই লক্ষ্যেই ম্যানগ্রোভের চারা বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনকে রক্ষা করতে এই ম্যানগ্রোভের প্রয়োজন আছে। ধারাবাহিক এই কাজ এখন থেকে চলবে এখানে।

নারী দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির সাউথ ও নর্থ বাওয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদ্‌যাপন করা

হল। দুটি অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার মহিলা 'র‍্যালি' করে বাওয়ালী ফুটবল মাঠে জমায়েত হল। তারপর মঞ্চে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বজবজ পুরসভার দুবারের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি ঝুল্লু দে সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রুনা দাস সাঁতরা এবং পঞ্চায়েত স্তরের মহিলা জন প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি মূল উদ্যোক্তা এবং সঞ্চালক ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী।

ঘৃতাহুতি

প্রথম পাতার পর

এর আগে আমরা দেখেছি ত্রিপুরাতেও পুর নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী জোট করতে ব্যর্থ হয়েছে। উল্টে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল পৃথক পৃথক ভাবে লড়ে বিজেপির জয়ের পথ মসৃণ করেছে। অন্যদিকে বেশ কিছু নিন্দুক বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মধ্যে সিবিআই, ইডির ভয় দেখায় এই রাজ্যের শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের, কিন্তু কাজের কাজ তো কিছুই হয়না। অন্যদিকে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির সাংগঠনিক ভিতকে মজবুত করার কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সদর্থক ভূমিকা নেই। অনেকেই বলছেন বিজেপির অ্যাজেন্ডা কংগ্রেস মুক্ত ভারত- বাস্তবে রূপায়ণের পেছনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জীর অবদান কম নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে 'দিদি' পশ্চিমবঙ্গ থেকেও কংগ্রেস-সিপিএমকে বিদায় দিয়েছেন। বিরোধী দল হিসাবে অসংগঠিত ও নড়বড়ে বিজেপিই থাক। আর দেশ জুড়ে কংগ্রেস মুক্ত ভারতবর্ষে বিজেপির বিজয় রথ এগিয়ে চলুক। 'সত্যিই সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ'।

সিবিআই তৎপরতা

প্রথম পাতার পর

গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো এসএসসি-র নিয়োগ কাণ্ডের তদন্তও সিবিআই-এর হাতে চলে যেতে পারে। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক মাস পশ্চিমবঙ্গে সিবিআই-এর দাপাদাপি বাড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

পাতে ও ভাতে মারার চাপ যদি সত্যি কেন্দ্র বাড়াতে থাকে তাহলে তাকে রোখবার জন্য চাই আভ্যন্তরীণ শক্তি। কিন্তু রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে যেভাবে দুই পক্ষের দ্বন্দ চলছে তাতে রাজনৈতিক মোকাবিলা কতটা সম্ভব তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান। তার উপর রাজ্যে চলছে আর্থিক মন্দা। কোভিডের পর এমনিতেই সকলের আর্থিক অবস্থা খারাপ। তার উপর রাজ্যে কাজের, মজুরির দাবিতে প্রতিদিন পথে নামছে মানুষ। প্রশ্নের মুখে পুলিশ। অভিযোগ তলানিতে চলে গিয়েছে তাদের নিরপেক্ষতা। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলীয় নেত্রী একদিকে নিজের দলকে শাসন করছেন অন্যদিকে সংবাদ মাধ্যমকে ধমকাচ্ছেন। কাপড় এতই ছোট হয়ে পড়েছে যে এদিক ওদিক টেনেও নগ্নতা ঢাকা যাচ্ছে না। রাজ্যের এই অবস্থায় কেন্দ্রের চাপ কতটা সহনীয় হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মরিয়া সরকার এই পরিস্থিতিতে কিছুতেই জনমুখী প্রকল্প বন্ধের মত ঝুঁকি নিতে পারবে না। এই জোড়া দুর্বলতার সুযোগ নিতে আমদানি হতে পারে পেশী শক্তির। শেষ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলার অবনতি পশ্চিমবঙ্গে কোনও চরম ভবিষ্যত ডেকে আনবে কিনা তা নির্ভর করছে রাজ্যের আগামী রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর।

বৃদ্ধির সম্ভাবনা

প্রথম পাতার পর

এরপর তো সব অফিসে রয়েছে কোভিডের দোহাই। সর্বত্রই নাকি কর্মী কম, ফাঁকা চেয়ার। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের এজি অফিসেও একই চিত্র। তারা কোভিডের 'রস্টার' দেখিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্তদের। তারা তো আজ ব্রাত্য। নো চেয়ার, তাই ডোন্ট কেয়ার। আজ যারা দফতরে বসে কাজ করছেন, মাহিনা পাচ্ছেন তাদের জন্যও কি অপেক্ষা করে আছে একই ভবিষ্যত? তাদেরও কি পোয়াতে হবে ব্যথিত অবসরের যন্ত্রণা? অর্থনীতিবিদদের মতে সব সরকারের টার্গেট এখন সস্তা জনপ্রিয় প্রকল্পের নামে ভোট পাওয়া। অর্থের টানে তাই পেনশনের সামাজিক দায়বদ্ধতা শুকিয়ে যাচ্ছে। আজকের রাজনীতিকরা চায় ভোট, কয়েক লক্ষ অবসর জীবন তাদের কাছে ফেলনা।

দুয়ারে রেশন

প্রথম পাতার পর

রাজ্য সরকার গাড়ি কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা দেবে বলেছে। কিন্তু গাড়ির দাম তো ৬ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের প্রকল্প রূপ দিতে গিয়ে আমরা ৫ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করব কেন? তাছাড়া কর্মচারীদের মাহিনার জন্য কোনও টাকা তো এখনও আমরা পেলাম না। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কয়েকজন দালাল শ্রেণির ডিলার আছেন, যারা দুয়ারে রেশন করতে চাইছেন। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়টি নিয়ে কোর্টে শুনানী আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এম আর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হাসানুল্লা নস্করের মতামত জানার জন্য ফোন করেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

হাঁসফাঁস সীমান্ত বাণিজ্য

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে ফেন্সিডিলকে বিপজ্জনক মাদক হিসেবে দেখে। আমাদের অনেক সময় ভয় লাগে। আমার ড্রাইভার ভালো। গাড়ির কাগজপত্র ঠিক। তবু গাড়ি খালি করে আসার সময় দুষ্কৃতীরা কিছু ফেলে দিল ড্রাইভারের অজান্তে। আর গাড়ি ও চালক কেস খেয়ে গেল। এমনও হয়। বনগাঁ সীমান্তে গাড়ির চালক, খালাসি ছাড়া প্রায় দশ হাজার এই কর্মসংস্থানে যুক্ত। চালক, খালাসি ও অন্যান্য নিয়ে সর্বমোট প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের রুটি-রুজি এর সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে বিএসএফের নজরদারি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ধরপাকড়ের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে আমদানি-রপ্তানি মিলিয়ে প্রায় তিনশো কোটি লেনদেন হয় দৈনিক। ফলে নজরদারি কড়াকড়ি তো হবেই।'

পেট্রাপোল সীমান্তের জনৈক ক্লিয়ারিং এজেন্ট ধৃতিমান পাল বলেন 'এখানে দেখালেও বাস্তবে ততগুলো গাড়ি থাকে না। এর ফলে ব্যবসার কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে। রপ্তানিকারীদের অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। কাজ করতে গেলে তাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্থল-বন্দর সীমান্ত বাণিজে ক্ষতির এটাও একটা অন্যতম কারণ।'

সীমান্তে অপরাধ চক্র প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তো পুলিশের। এসত্ত্বেও সীমান্তের অপরাধ চক্রের ব্যাপারে পুলিশ কি জানেন? বিএসএফ ধরবে, তারপর পুলিশ জানতে পারবে? গরু পাচার, সোনা পাচার, ওষুধ পাচার, নারী পাচার, অনুপ্রবেশ ইত্যাদি তো প্রায় সব সময়ে বিএসএফই ধরে। যদিও পাচার ইত্যাদি দেখার দায়িত্ব সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর, একথা ঠিক। কিন্তু এই পাচার বা অপরাধ চক্রের হদিশ বা তথ্য থাকবে না পুলিশের কাছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে বনগাঁর এসডিপিও অশেষ বিক্রম দস্তিদার বলেন, 'সরকার যখন কোনও বিষয়কে অধিগ্রহণ করে তখন কিছু কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে, এটা স্বাভাবিক। যেগুলো বিএসএফ ধরছে, বা সীমান্ত বাণিজ্য তার যে আকস্মিক প্রভাব পড়ছে, এটা তারই ফলশ্রুতি। আর পাচারচক্র বা অপরাধ চক্র বিষয়ে বলতে পারি, আমাদের কাছে এসব সম্পর্কে কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ এলে তখন দেখব।'

শোভায় ভরে উঠেছে নতুন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

সুভাষ চন্দ্র দাশ : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের চাতরাখালি গ্রামে ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয় চতরাখালি নতুন 'অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়'। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত ফজরুল রহমান সরদার। তার হাত ধরে অন্ধকার থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার আলোয় ফিরে বিদ্যালয়ের পথ চলায় শুরু। বর্তমানে বিদ্যালয়ের প্রধান হৃষিকেশ নস্কর। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৩২১ জন এবং শিক্ষক ৭ জন। বিদ্যালয়ের পাশেই রয়েছে এক বিশাল শিমুল ফুল গাছ। বসন্তে শোভা পায়। সেখানে বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় বিদ্যালয়ের ক্ষুদেরা ভীড় জমায় ফুলের আকর্ষণে। ফুলের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ নজর এড়ায়নি প্রধান শিক্ষকের। কচিকাঁচাদের মন পড়াশোনা এবং ফুলের প্রতি আকর্ষণ করে তুলতে অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন প্রধান শিক্ষক হৃষিকেশ বাবু। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন স্কুলের সামনে যতটুকু জায়গা আছে ফুল চাষ করবেন। প্রধান শিক্ষকের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে এবং শিশুদের ভবিষ্যত চিন্তা করে এগিয়ে আসেন শিক্ষক দীপক সরকার, নিতাই চাঁদ দাস, শিবাজী

মুখার্জী, ব্রজগোপাল সরদার, ভীম চন্দ্র সরদার, জ্যোতি সুঁই'রা। ২০১৮ সালে বিদ্যালয়ের মধ্যে ফুলের চাষ শুরু করেন শিক্ষকরা। ৮ থেকে ১০ প্রকার রঙ বেরঙের গোলাপ ফুল থেকে প্রায় ১৫০ প্রজাতির ফুলগাছ রয়েছে। যার মধ্যে টিকা মা গৌরী, জবা, ব্লেডিং হার্ড, কামিনী, আলামুন্ডা, শিউলি, টগর, গন্ধরাজ, বকুল সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির ফুল শোভা করে উজ্জ্বল করেছে বিদ্যালয় চত্বর। যা ছোট ছোট শিশু মনে পড়াশুনার সাথে সাথে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে মনোরম হয়ে ওঠে ছাত্র ছাত্রীরা। পাশাপাশি পড়াশুনার মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছে ছাত্র ছাত্রীরা। আর এই ফুলের পরিবেশ দেখতে মাঝে মধ্যে চলে আসছেন এলাকার মানুষজন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমন অভিনব উদ্যোগে খুশি অভিভাবক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন। বলাই বাহুল্য সুন্দরবনের বুকে পিছিয়ে পড়া ব্লক বাসন্তী। সেই বাসন্তী ব্লকের চাতরাখালি নতুন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এক ইতিহাস। যা সম্ভব হয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মন্ডলী তথা জাতির মেরুদন্ড শিক্ষকদের উদ্যোগ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ইচ্ছা রয়েছে বড় করে ফুলের বাগান এবং বিভিন্ন গাছের মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলার। বিদ্যালয়ে তেমন ভাবে জায়গা না থাকায় সম্ভব হয়নি। তবে শিশুরা যাতে সব সময় আনন্দের মধ্যে পড়াশোনা করতে পারে সে দিকে আমরা শিক্ষক মন্ডলীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছি। কারণ শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ।

মহানগরে

কলকাতার কোথাও বসবে না ত্রিফলা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসংস্থার একটা বিরাট অঙ্কের রাজস্ব ব্যয় করে আলো দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের কথা অমান্য করে পুর কর্তৃপক্ষ ওপরওয়ালার নির্দেশে কলকাতা মহানগরীর যত্রতত্র বিভিন্ন ভারী ভারী রাজপথে বিশেষত বড়ো বড়ো রাস্তা গুলোতে আলোর নিচে আলো লাগিয়ে সৌন্দর্যায়নের জন্য ২০১১ থেকে ২০১৭ এই ছ' সাত বছরে সূক্ষ্ম আলোর যে ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ বসানো হয়েছিল তা বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে যা মহানগরীর সৌন্দর্যের পক্ষে মানানসই নয়। কলকাতা পুরসংস্থার এক পুর প্রতিনিধির প্রস্তাব অবিলম্বে এই ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ গুলিকে যত্ন সহকারে মেরামতি করে পূর্ব রূপে রূপান্তরিত করা হোক। এবিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় এই ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ মেটেনেন্স করা বিরাট ব্যয়সাধ্য। যখন এগুলি লাগানো হয়, তখন এগুলির মেটেনেন্সের কথা ভাবা হয়নি। কেবল লাগানোই হয়েছে! মহানাগরিক আরও

জানান, বর্তমানে আমরা এন্টালি ওয়ার্কশপে বেশ সুন্দর ডিজাইনের একটা একফলা বাতিস্তম্ভ তৈরি করিয়েছি । ভেঙে পড়া বা জীর্ণ অবস্থায় খারাপ হয়ে যাওয়া ত্রিফলার পরিবর্তে ওই একফলা বাতিস্তম্ভ গুলি এবার থেকে কলকাতা মহনগরীতে বসানো হবে। তবে ছোটোখাটো বা বাল্ব পরিবর্তে ত্রিফলাই রেখে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, প্রথম প্রথম কলকাতায় যখন ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ লাগানো হয়, তখন কলকাতা পুরসংস্থার আলো দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য ছিল, ডায়মন্ড হারবার রোডের মতো রাত ১০ টার পর আটচাকা দশচাকার ট্রাক চলা রাস্তার দুই পাশে সূক্ষ্ম বাতির ত্রিফলা বসানো হলে রাতে আলো জ্বলার সময় ওই মালপত্র নেওয়া ভারী ভারী ট্রাক গুলো যাতায়াতে রাস্তায় কাঁপুনি হবে তাতে ত্রিফলা বাতি গুলি নষ্ট হয়ে যাবে। বরঞ্চ ওইসব রাস্তার পরিবর্তে উদ্যান বা পার্কে, জলাশয়ের পাড়ে ঝিলের পাশে রাস্তার মাঝে বড়ো বড়ো আইল্যান্ডের মাঝে, আর্বান ফরেস্ট্রি এলাকায়, পার্ক স্ট্রিট বা হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের মতো ছোটো গাড়ি চলাচল করা রাস্তার দুই ধারে ত্রিফলা লাগানোই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। অন্যত্র বসানো ঠিক হবে না। কিন্তু হলটা কী? ভারী রাস্তাতেও বসানো হল আবার পার্কেও বসানো হল। ফলে ফল যা হওয়ার তাই হল। কলকাতা থেকে ধীরে ধীরে ত্রিফলার বিদায় নিশ্চিত হল।

কেবলমাত্র কাজ পাওয়াটা লক্ষ্য নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরেও এখনও পর্যন্ত রাজ্যে কোনও শিল্পই গড়ে ওঠেনি। যার ফলে দিনকে দিন বাড়ছে বেকারত্বের সংখ্যা। এমতাবস্থায় এমএসএমই ফোরামের

সভাপতি পদে দায়িত্ব নিয়েই মমতা বিনানি জানিয়ে দিলেন, কেবলমাত্র কাজ পাওয়াটা লক্ষ্য নয়, প্রত্যেকটা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন তিনি ও তাঁর এই সংস্থা।

বৃহস্পতিবার কলকাতার এক বেসরকারি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান রাজ্যে প্রচুর মহিলা এবং পুরুষ আছেন যারা এককভাবে কাজ করছেন কিন্তু অন্যরকমভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছেন না। ফলে তাদের তৈরি জিনিসপত্র কারোর নজরেই আসে না। শুধুমাত্র জিনিস বানালেই হবে না। তাকে সঠিক জায়গায় বিক্রি করতে হবে। প্রয়োজনে সেই সব জিনিসকে নিদেশের বাজারে বিক্রি করার জন্য রাস্তা খুলে দিতে হবে। আর সেই কাজ করার জন্যই তিনি এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন সভাপতি পদে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি তাকে নিয়ে যে একটা বড় মার্কেট করা যেতে পারে এতে কোনও সন্দেহ নেই এবং সেই লক্ষ্যে তিনি প্রথমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার আবেদন করতে চলেছেন। রাজ্যের এমএসএমই দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে যাতে কাজ করতে পারেন।

তবে প্রথমেই তিনি জোর দিতে চান মহিলাদের নিয়ে। পাশাপাশি এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মহিলারা প্রচুর পুতুল তৈরি করছেন যা বিদেশের বাজারে ব্যাপক চাহিদা আছে অথচ তার মূল্যই পাচ্ছেন না এই রাজ্যের মানুষ। কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পই নয় আছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প আর সেই সব কিছুকে নিয়ে মমতা বিনানী রাজ্যের মানুষের কাছে এক নতুন দিশা আনতে চলেছেন। প্রত্যেক পাড়া থেকে শুরু করে গ্রাম-গঞ্জ এবং বিভিন্ন মফস্বলে এবার তিনি ব্যাপকভাবে প্রচার করবেন যার ফলে তৈরি হবে প্রচুর ছোট এবং বড় টিম। এই টিমের দ্বারাই আগামী দিনে অনেক মানুষ বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের শিল্পকর্মকে তৈরি করে সামনের সারিতে যেমন আনতে পারবেন ঠিক তেমনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন। অপেক্ষা এখন শুধু সেই সময়ের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহযোগিতার হাত কত তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেবেন মমতা বিনানীর দিকে। তিনি আরও বলেন, এমএসএমই একটি ক্ষেত্র যেখান থেকে বিভিন্ন ব্যবসা বা নতুন ভাবনাকে উদ্ভাবন করে একটি শক্ত ভিত তৈরি করা যায়। প্রায় ৯৬ শতাংশ শিল্পই এমএসএমই-র আওতায় রয়েছে। ৭ কোটিরও বেশি এমএসএমই ইউনিট ভারতবর্ষে রয়েছে। হিসেব করলে পাওয়া যাবে প্রায় ৬০ কোটি পরিবার এর আওতায় নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলছে। ৩৯ শতাংশ এমএসএমই থেকে জিডিপিতে অংশগ্রহণ করে। ৩৫টি বিভাগে এমএসএমইকে বিভক্ত করা যাবে। এই ফোরাম যেটি আজকে এখানে আত্মপ্রকাশ করলো সেটি হলো সরকার এবং যারা এমএসএমই-র আওতায় ব্যবসা করছে তাদের যোগসূত্র ঘটানো।

দুঃখের বিষয় এটাও আছে প্রায় ২৫ শতাংশ এমএসএমই মহামারীর কবলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু পিছিয়ে আসলে হবে না কিভাবে এগুলিকে আবার সচল করে তোলা যায় সে নিয়ে ভাবনা আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে এমএসএমই-র উপর সচেতনতা নেই, সেই সব জায়গাতে গিয়েও হাত ধরে তাদেরকে সঠিক পথে এবং সুষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের আর একটি লক্ষ্য।

লেন্স বার্তা

এক বহুতলে সিকিউরিটিদের নিয়ে চলছে প্রশিক্ষণ।

চলতি কা নাম গাড়ি।

শহরে, চার চাকার পর পাল্লা দিয়ে চলছে ই-দুচাকা।

দেখ বাবু খেলা দেখো রে। ছবি : অভিজিৎ কর

স্বাস্থ্যে বায়োমেট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী দিনে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলিতে বর্তমান ম্যানুয়াল রেজিস্টার সিস্টেমের পরিবর্তে 'বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম' আসতে চলেছে। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ উপ মহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, আমাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলিতে ডিউটির সময়টা হল সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরে কাজ করা ১০০ দিনের কর্মীদের ডিউটি আওয়ার সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত। কিন্তু বাকি সমস্ত কর্মীদের সেটা মেডিকেল অফিসার থেকে শুরু করে ল্যাব টেকনিশিয়ান, ফার্মাসিস্ট, অনারারি হেল্‌থ ওয়ার্কার, এলডিসি, জিডিএ, জিএনএম, নার্সেস,

কন্ট্রাকচুয়াল অ্যান্ড পার্মানেন্ট স্টাফ থেকে শুরু করে সবার ডিউটি কিন্তু ৮ ঘন্টা। যারা ফিল্ড ওয়ার্কারের কাজ করে, 'ভেক্টর কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে ' তাদের বেলা দুপুর ২ টো পর্যন্ত থাকলেই হবে। এটা কলকাতা পুরসংস্থার নিয়ম। কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দফতর। সর্বোচ্চ ২৯ লক্ষ পুরবাসী এই পরিষেবা নিয়েছেন। কোভিড কালে সেটা নেমে এসে ১৬ – ১৭ লক্ষ পুরবাসী এই সুবিধা গ্রহণ করে। এখন আবার স্বাভাবিক হতে চলেছে। স্বভাবতই কর্মচারীদের উপস্থিতি বিষয়ে বায়োমেট্রিক করা নিয়ে প্রাথমিক ভাবে আলোচলা চলছে। কিন্তু বায়োমেট্রিক করাটা একটা ব্যয়সাধ্য বিষয়ে। কিন্তু পুর স্বাস্থ্য দফতরের পরিকল্পনায় তা আছে। কলকাতা পুরসংস্থার সলিড ওয়েস্ট ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষামূলক ভাবে এই বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু আছে। স্বভাবতই কর্মচারীদের উপস্থিতি বিষয়টিকে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে ভবিষ্যতে বায়োমেট্রিক চালু করা হবে। এটা নিশ্চিত করতে পারি।

রোজই হোক নারীদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ মার্চ নারী দিবস শুধু কি একটা দিনের জন্যই নারীদের সম্মান জানানো তা নয়। প্রত্যেকটা দিনই হয়ে উঠুক নারী দিবস। শুধু এই বিশেষ দিনটিতে আমরা

তাদের পরিচয় ঘটাবো সকল সমাজের কাছে। যাতে এই বীরাঙ্গনাদের দেখে উদ্বুদ্ধ হতে পারে ভবিষ্য প্রজন্ম বা অন্যান্য নারীরা সকল বাধা বিঘ্ন ভঙ্গ করে এগিয়ে আসতে পারে। সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান তা বুঝিয়ে দিতে হবে সকলকে। শুধু লোক দেখানো মুখ শুধু মুখে বললেই চলবে না। এই উপলক্ষে নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এবং ইউনিসেফের তত্ত্বাবধানে চেতলার হিন্দ সংঘ এবং নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় যুগ্মভাবে নারী দিবস পালন করা হলো হিন্দ সংঘে। এলাকার নারীরা কিভাবে তাদের ঘরে তুলেছে কীভাবে সংসার চালিয়ে চালিয়েছে, লড়াই করে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। তাঁদের সুযোগ্য সন্তানেরা উপহার তুলে দেয় তাদের হাতে। সংঘের তত্ত্বাবধানে চলা মা সারদা মহিলা কেন্দ্রের সকল মহিলারা কীভাবে হাতের কাজ শিখে উপার্জন করছে সেই গল্প সকলের কাছে শোনানো হয়। এছাড়াও সকল মহিলাদের গান উপহার দেয় বুধাদিত্য সঙ্গে গিটারে সংগত দেয় অর্পণ। প্রাক্তন সকল মহিলা সদস্য বা নেত্রীদের সম্মাননা জানানো হয় স্মারকের মাধ্যমে।

এছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতির্ময়ী ঘোষ এবং যোগায় ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন ইতি ভান্ডারীকে স্মারক তুলে দিয়ে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে স্মারক তুলে দেন নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার মুখ্য আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী।

ঘানার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক বহুদিনের। ব্যবসায়িক আদান প্রদানের মাধ্যমে প্লাস্টিক, অ্যালুমনিয়াম, লোহা-লক্কর সহ সোনা, কাঠ ইত্যাদি আমদানি রফতানি হয়। ঘানা সোনা, বক্সাইট, হীরে, তেল এবং গ্যাসের ভান্ডার। বহু দিন যাবৎ আমাদের সাথে এই আদানপ্রদানের মাধ্যমেই দুই সরকার নিজেদের হাত মিলিয়ে রয়েছে। সে নিয়েই আরও কিভাবে দুই দেশকে ব্যবসায়িক বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তা এক আলোচনার মাধ্যমে ব্যবসায়িকদের কাছে তুলে ধরতে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এক সভার আয়োজন করেছিল। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতে ঘানার দূত এইচ ই কাওকুআসোমা ছেরমা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআইয়ের সভাপতি ঋষভ কোঠারি সহ অন্যান্যরাও। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরে আকিব এখনও ঘুমের মধ্যে চমকে উঠছেন

দেবাশিস রায়

ইউরোপের রুটির ঝুড়িতে ক্ষুধার্ত রাশিয়ার হানা চাক্ষুষ করার পর থেকেই কার্যত ঘোরের মধ্যে রয়েছেন পূর্বস্থলীর শেখ আকিব মহম্মদ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সদ্য বাড়ি ফিরে এসেও তিনি প্রায়শই ঘুমের মধ্যে আতঙ্কে চমকে উঠছেন। কোনওমতেই ভুলতে পারছেন না মারণ যুদ্ধের ভয়ংকর বিভীষিকাময় রূপ। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে ধ্বংসলীলার ভয়াবহ দৃশ্য মানসপটে ভেসে উঠতেই ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে পড়ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার চুপি কালীতলা এলাকার বছর তেইশের ডাক্তারি পড়ুয়া শেখ আকিব মহম্মদ। উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় বিদেশে পড়তে গিয়ে মেধাবী পুত্রের স্বাভাবিক জীবনের এভাবে যে ছন্দপতন ঘটতে পারে তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি শেখ আমজাদ এবং সুলতানা বেগম। ইউরোপের সুন্দর দেশগুলির তালিকায় জায়গা করে নেওয়া ইউক্রেনে বিপুল পরিমাণে গম উৎপাদিত হয়। সেজন্য ইউক্রেনকে বলা হয়,The Breadbasket of Europe অর্থাৎ ইউরোপের রুটির ঝুড়ি। শুধু তাই নয়, সুবিধাজনক খরচে অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও ইউক্রেনের সুনাম রয়েছে বিশ্বজুড়ে। বিশেষ করে ভারতীয় ডাক্তারি পড়ুয়াদের তো পছন্দের বিদেশ তালিকায় প্রথমদিকেই থাকে তথাকথিত ক্ষুদ্র দেশ ইউক্রেন। সেই লক্ষ্যে পূর্বস্থলীর আকিব মহম্মদও ২০১৮ সালে কয়েক হাজার মাইল দূরে ইউক্রেনের খারকিভে উড়ে গিয়েছিলেন। রাজ্য পুলিশ কর্মী শেখ আমজাদ এবং তাঁর স্ত্রী সুলতানা বেগম। তাঁদের ছোটো ছেলে আকিবের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের এই মেধাবী ছাত্র তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ দেওয়ার জন্য ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন।

কিন্তু, ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মাঝপথেই থমকে গেছে তাঁর সেই স্বপ্ন। করোনার থার্ড ওয়েভ সহ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের দৌরাত্ম্যের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের চোখরাঙানি। তুলনামূলক দুর্বল দেশ ইউক্রেন দখল করার জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী দেশ রাশিয়া

২৪ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা থেকেই মারণ যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী এপর্যন্ত দু'পক্ষের অসংখ্য সৈন্য-সামন্তর পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। একাধিক ভারতীয় পড়ুয়াও মারা গেছেন। ধ্বংস হয়েছে ইউক্রেনে মানব সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শন। ধ্বংসলীলা থেকে রেহাই মেলেনি সেদেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মার্কেট কমপ্লেক্স, পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র, সামরিক বিমান ঘাঁটি, নৌবন্দর প্রভৃতি। খাড়কিভ ন্যাশনাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটির চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়া শেখ আকিব মহম্মদ বহু মাইল ঘুরপথে পোল্যান্ড ও তুর্কিস্তান হয়ে ৫ মার্চ বাড়ি ফিরে এসেছেন। পরদিন সকালে তিনি নিজের বাড়িতে বসেই 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার সঙ্গে শেয়ার করলেন নিজের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা আর আতঙ্কের প্রহর গোনার কথাগুলি। আকিব বলেন, প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী সহ হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সেদেশের অসংখ্য বাঙ্কারে। প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ পেলে তবেই বাঙ্কার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে কিছুটা হাঁফ ছাড়া সম্ভব। সীমিত ওই সময়ের মধ্যেই সকলকে খাবারদাবার, জল, ওষুধপত্র সংগ্রহ করে নিতে হবে। সেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সবসময় কেমন যেন একটা ঘোর লাগছে। এখনও প্রায়ই ঘুমের মধ্যে চমকে উঠছি। আশপাশের পটকা ফাটার শব্দ কিংবা অস্বাভাবিক কোনও আওয়াজেও মনে কেমন যেন ভয়ের রেশ ছড়িয়ে পড়ছে। তবে, চেষ্টা করছি এই ঘোর কাটিয়ে ওঠার। তারপর পড়াশোনা, ক্যারিয়ার নিয়ে ফের ভাবব। উদ্ভূত কঠিন পরিস্থিতিতে আকিবের ইচ্ছাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর মা সহ দাদা শেখ আরিফ মহম্মদ, জ্যাঠামশাই শেখ আমেদ, বোন শেখ লিজা পারভিনরা। বাড়ি ফেরার কথা শুনে এদিন সকালে ফুলের তোড়া, মিষ্টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করত এসেছিলেন পূর্বস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান পঙ্কজ গঙ্গোপাধ্যায়, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কাজল শেখ, পিন্টু হালদার প্রমুখ। সন্ধ্যায় স্থানীয় ডিওয়াইএফআই নেতা বীরেশ্বর নন্দী, হাফিজুল দফাদার প্রমুখ ফুল, বই উপহার তুলে দেন আকিবের হাতে। এদিন এনাদের সকলেই তাঁর পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি আকিবকে নতুন করে লড়াই শুরু করার জন্য উৎসাহ দেন।

মাঙ্গলিকী

এক ভিন্ন স্বাদের চিত্র প্রদর্শনী

অভিমন্যু দাস : দেশ এখনও করোনা মুক্ত হয়নি। তার বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত। তবে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতি ও ছন্দের যে পতন হয়েছিল তা আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। বলা যেতে পারে এক কঠিন সন্ধিক্ষণে জীবনটা দাঁড়িয়ে আছে। আর এই সন্ধিক্ষণে অভিবন্দনা আয়োজিত শীতকালীন চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী সত্যিই এক উৎসবের রূপ নিয়েছিল। প্রায় এক বছর পর 'আকাদেমি অব ফাইন আর্টস'-এর সাউথ গ্যালারি ৩৩ জন শিল্পীর অসাধারণ শিল্প বৈচিত্র্যে এক অন্যরূপ জীবন করে দিল। সেখানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বেশ কিছু অসাধারণ সুন্দর নান্দনিক কাজ। যেমন প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শিল্পী অঙ্কিতা ভৌমিকের নাম। ত্রিপুরার অঙ্কিতার 'ডিমের খেলা' দিয়ে চারটি অসাধারণ কাজ এই প্রদর্শনীর সবচাইতে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। কলকাতায় এই ধরনের কাজ

প্রথম। সাদা ডিমের খোলাকে কেন্দ্র করে 'কথাকলি' নৃত্যশিল্পীর রূপ বা 'বুদ্ধের রূপ' বা 'ময়ূর' এক কথায় অনবদ্য। ভাবনার বাইরে। তমাল দাসের ফেলে দেওয়া লোহার যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি ভাস্কর্য দুটি সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। একই ভাবে পার্থসারথী দাসের পাম্প স্টোভের উপর ছাকনিও লোহার যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি ভাস্কর্যটিও অনবদ্য। তাঁর জল রং-এর দুটি কাজ খুবই সুন্দর ছিল। জল রং-এর আরও বেশ কয়েকটি কাজ ছিল। যেমন সুজয় ভট্টাচার্য, রত্নাবলী দত্ত, নীলমাধব চক্রবর্তীর কাজগুলির মধ্যে একটা নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছিল। তেল রঙের বেশ কয়েকটি কাজ ছিল। শিল্পী অনন্যা রায় চৌধুরী, সুদীপ্তা চ্যাটার্জী, সায়ন রায়চৌধুরী, মঞ্জিমা সরকার, মৌসুমী চক্রবর্তী দে'র তৈলচিত্রগুলি যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। ক্যানভাসের উপর মিক্সড মিডিয়ার মাধ্যমে রাহুল নাথ, বৈশাখী গুপ্ত, সুজাতা ঘোষের কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনা চিন্তায় গড়ে ওঠা কাজগুলি সত্যিই সুন্দর। সুব্রত ভৌমিকের জেল পেন ও পেন্সিলের সমন্বয়ে 'জগন্নাথ' ও 'তিরুপতি'র কাজ দুটি অপূর্ব। এতো সূক্ষ্ম ও নিপুণ কাজ খুব কম দেখা যায়। এর পাশাপাশি আবীরা ব্যানার্জী, রিমঝিম সিনহা দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ পাল, রবীন্দ্রনাথ রক্ষিত, দিপায়ন দাসদের অ্যাক্রেলিকের কাজগুলি সমানভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

এক ছাদের নিচে এতো রকমের কাজ একত্রিত করে এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে এতো সুন্দর প্রদর্শনী আয়োজন করার জন্য যথেষ্ট মুন্সিয়ানার প্রয়োজন। যা অভিবন্দনা দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে সফলতার সঙ্গে করে আসছে। তাদের এই প্রচেষ্টা শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করছে। শিল্পীরা আবার তাঁর ছন্দে ফিরে আসতে পারছেন।

শুধু সুন্দরবনের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু সুন্দরবন নিয়েই দীর্ঘ বারো বছরের বেশি সময় ধরে নিরন্তর চর্চা চালিয়ে চলেছে শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকা। ২০০৯ সালে আয়লা পরবর্তী সময় থেকে পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে শিক্ষা সহায়কের ভূমিকায় ও অবতীর্ণ হয়েছে তারা। প্রতিবছর সুন্দরবনের জন্য কাজ করা মানুষজনদের বিশেষ সম্মাননা জানিয়ে তারা তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন কলকাতা শহরের ওপর। এবছর গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রবিবার, শুধু সুন্দরবন চর্চা পুরস্কার ২০২২ ও শুধু সুন্দরবন চর্চা বক্তৃতা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল কলকাতার রোটারি সদনে। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা নদী বিজ্ঞানী ও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র বলেন কী করে বাঁচবে সুন্দরবন ? তার বক্তব্যে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরলেন সুন্দরবনের আগামী দিনের অবস্থা। বিশ্ব উষ্ণায়নকে স্বীকার করে নিয়েও নির্খুত হিসাব নিকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি জানালেন অন্তত আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যে সুন্দরবন জলের তলায় চলে যাবে এই আশঙ্কা অমূলক। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী। এবারের শুধু সুন্দরবন চর্চা পুরস্কার তুলে দেওয়া হল বাংলাদেশের যমুনা টিভির সাংবাদিক মোহসীন উল হাকিমকে, তার লেখা সুন্দরবনের জলদস্যু বিষয়ক গ্রন্থ 'জীবনে ফেরার গল্প' গ্রন্থের জন্য। সাম্প্রতিক সময়ের এক সাড়া জাগানো গ্রন্থ এটি। বাংলাদেশ সুন্দরবনে তিন শতাধিক জলদস্যুকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে তিনি মানবতার যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন তাঁকে কুর্নিশ জানায় পত্রিকা। উল্লেখ্য সামাজিক মাধ্যমে মোহসিন উল হাকিমের প্রচারিত বিভিন্ন রোমহর্ষক ব্লগ, ভিডিও -র লক্ষ লক্ষ দর্শক

ছড়িয়ে আছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। এবারের শুধু সুন্দরবন চর্চা পুরস্কারের আর এক প্রাপক হলেন পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কনকনগর এস. ডি. ইনস্টিটিউশনের প্রধানশিক্ষক পুলক রায় চৌধুরী, যিনি সুন্দরবন অঞ্চলের ছাত্র ছাত্রীদের সামগ্রিক উন্নতিতে অবদানের জন্য এবারে এই সম্মাননা পেলেন। অতিমারির সংকটকালে তিনি প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্র ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হয়েছেন। সুন্দরবনের মানুষকে বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীদের স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার জন্য তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছেন। সুন্দরবনের দুর্যোগের সময়ে নিজের স্কুলের গ্রামের পার্শ্ববর্তী মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সব বাঁধা অতিক্রম করে। এমন শিক্ষক আজ সত্যই দুর্লভ।

এমন দুই গুণী সম্মানীয় মানুষের হাতে শুধু সুন্দরবন চর্চা স্মারক, মানপত্র ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে সুন্দরবনের শিক্ষার্থীদের শিখন সামগ্রী প্রদান এবং ধারাবাহিক সাহায্য প্রদান প্রকল্প শিকড় থেকে শিখরে' প্রকল্পের উদ্বোধন এবং 'সুন্দরবন চর্চা বৃত্তি' প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সুন্দরবনের পদ্মশ্রী ডাক্তার অরুণোদয় মণ্ডল। এই পর্বে সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপ থেকে আগত পঁয়ত্রিশ জন মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর হাতে তাদের প্রয়োজনীয় বই খাতা ও আর্থিক মূল্যের বৃত্তি তুলে দেওয়া হয় পত্রিকার পক্ষ থেকে। প্রকল্পটি তে সরাসরি যে কেউ চাইলেই সুন্দরবনের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য তার প্রচেষ্টাকে পৌঁছে দিতে পারেন তারা। এমন উদ্যোগে সুন্দরবনের অগনিত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যে বিশেষ উপকৃত হবেই এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। পত্রিকার পরিচালনায় পরিচালিত সুন্দরবনের জি-প্লট গোবর্ধনপুরের বিবেকানন্দ অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্যও বেশ কিছু উপহার সামগ্রী এই অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়। পত্রিকার সহৃদয় সহায়তায় সুন্দরবনের তরণি মণ্ডল আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন বিভাগের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক, ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তার ভিডিও বার্তা বিশেষ ইতিবাচক এক বক্তব্য বলা যায়। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ পরিবেশন করেন সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা। 'অরণ্যের অধিকার' নামে তারা একটি পুতুল নাটক মঞ্চস্থ করেন, যেখানে তারা দেখিয়েছেন কীভাবে সুন্দরবনের প্রাণীকূল সঙ্কটের মধ্যে থেকেও নিজেদের বিপন্ন জীবনকে বাঁচানোর জন্য অরণ্যের ওপর নিজেদের অধিকারকে তুলে ধরছে। সবশেষে শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য প্রদান করে সুসংগঠিত এই অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করেন।

বই লেখেন অসহায় দুঃস্থদের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের করুণ দুঃখ দুর্দশার কথা জেনেছিলেন এবং স্বচক্ষে তা উপভোগ করেছিলেন। সেই বিরল দৃশ্য তাঁর হৃদয়ে ছাপ ফেলেছিল। তিনি একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ। সিদ্ধান্ত নিলেন প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। বিজ্ঞান থেকে সাহিত্যে পদার্পণ। একের পর এক গ্রন্থ লিখতে শুরু করলেন। যার আয়ের সবটাই ব্যয় হয় সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের সাহায্যে। এক বিরল উদ্যোগ আর অভিনব প্রয়াসে ১৩ টি গ্রন্থ বিক্রির দশ লক্ষাধিক টাকা সম্পূর্ণ জনকল্যাণের কাজে দান করলেন। সুন্দরবনের মানুষের কল্যাণে এমন এক অভাবনীয় কাজে নিজেকে উৎসর্গিত করে চলেছেন অশীতিপর এক প্রবীণ কলকাতার বেহালা অঞ্চলের বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরী। নিভৃতে নিঃশব্দে সম্পুর্ন এক বিপরীত ধর্মী কাজ করে চলেছেন যা কিনা সুন্দরবনের বুকে বিরল। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে কম্পিউটারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে বিশ্বের কয়েকটি দেশে সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যাকে অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন। ছাত্রজীবনের গুচ্ছের ক্ষ্যাপামি আর উচ্ছ্বাস ... গল্প লেখার পাগলামি, সেগুলো পত্র পত্রিকায় পাঠানোর উদ্দীপনা, বন্ধুবান্ধব মিলে পত্রিকা প্রকাশের ঔদ্ধত্য, বই পড়ার নিরবিচ্ছিন্ন নেশা

থাকলেও কর্মজীবনে যোগদানের পর বাংলা বা ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে ছিল না তেমন নিবিড় যোগসূত্র। তথাপি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর জীবনের দ্বিতীয় ইনিংসে পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় নিজেকে উৎসর্গিত করে দিলেন । প্রথমদিকে একটা দুশ্চিন্তা ছিল কে কিনবেন বা কে পড়বেন তাঁর বই, আর কেই বা পড়বেন তার বই । হঠাৎ তিনি এবং তাঁর শিক্ষিকা স্ত্রী যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন পুস্তক বিক্রির সমস্ত অর্থ পিছিয়ে পড়া, দুঃস্থ অবহেলিত শ্রেণীর শিশুদের জন্য ব্যয় করবেন। তাঁর এমন কর্মযজ্ঞে এগিয়ে এলেন দেশে বিদেশের অসংখ্য পরিচিত বন্ধুবান্ধব, এক সময়ের সহকর্মীরা,আত্মীয় স্বজন। তাঁর বই ক্রয় করে তাঁর এই মহান উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানালেন সেই সঙ্গে বৃহৎ কর্মযজ্ঞে সামিল হলেন । শুভ্রেন্দুবাবু একের পর এক সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করলেন আর তাঁর অর্থ চলে যেতে লাগল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে। – 'সম্পর্ক' (২০০১) 'অচেনা মানুষ' (২০০২) 'একটি আত্মা ও বুলডোজার' (২০০৩) বই গুলির বিক্রিত অর্থ ব্যয়িত হোল আলিপুর অনুভবের মাধ্যমে, রম্যরচনা 'মেরা ভারত মহান' (২০০৭) এর অর্থ পোয়েটস ফাউন্ডেশন এবং আজকের কুন্তীরা' (২০০৯) 'ডি এন এ' (২০১১) উপন্যাস 'বিকেলে ভোরের আলো' (২০১৩)এই তিনটি পুস্তক বিক্রির অর্থ গেল অনুভব ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দক্ষিণ কলকাতার বস্তি অধ্যুষিত এলাকার শিশু কল্যাণের কাজে – উপন্যাস 'রূপকথা নয়' (২০১৪) গল্পগ্রন্থ 'ভাঙা কাপ' (২০১৬)উপন্যাস 'চক্রব্যূহ' (২০১৭) গল্পগ্রন্থ 'ভুলভুলাইয়া থেকে নিজেরে খুঁজি' (২০১৮) গল্পগ্রন্থ 'হাজরা মোড়ের মেয়েটি' (২০১৯) গল্পগ্রন্থ 'প্রমীলা কথা' (২০২১)।

উপরোক্ত ছয়টি বই বিক্রির প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা দান করেছেন সুন্দরবন অঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অসংখ্য অপুষ্ট শিশুর পুষ্টিকরন, কম্পিউটার শিক্ষা, ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন আম্ফান ইয়াস ঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বাসস্থান পুনর্নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদি জনকল্যাণ মূলক কাজ। এছাড়াও মহামারী কালে প্রতিদিন ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক হাজারের বেশি শিশুকে পুষ্টিকর খাবার তুলে দিয়েছিলেন। এলাকায় ১২টি বিদ্যালয়ে গড়ে তুলেছেন কম্পিউটার ল্যাব ও ডিজিটাল ক্লাসরুম। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ বন্টন কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা তৎপরতার সাথে করেছিলেন । জীবনের ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কাটানো অনবদ্য অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন অজানা পথ নামে ১৪ তম সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। আগামী বাংলা ১৪২৯ সালের ১লা বৈশাখে প্রকাশিত হচ্ছে এই অমূল্য বইটি । এই কাজে পূর্ণভাবে পাশে থেকে প্রতিদিন উজ্জীবিত করে চলেছেন তাঁর স্ত্রী ঝর্না রায়চৌধুরী শেষ জীবনের সঞ্চিত অর্থের বেশিরভাগ তুলে দিয়ে ।

অনীক-এর তৃতীয় পর্যায় নাট্য উৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

অনীকের চতুরর্বিংশ নাট্য উৎসব তৃতীয় পর্যায় শুরু হল টানা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি তপন থিয়েটারে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, বিলু দত্ত এবং অনীকের সভানেত্রী তপতী ভট্টাচার্য।

প্রারম্ভিক ভাষণে দলের সাধারণ সম্পাদক অরূপ রায় প্রথমেই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া আনিস খানের হত্যার তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন এবং ধিক্কার জানান। এরপরে দলের পক্ষ থেকে কার্যবিবরণী এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করলেন। গঙ্গা যমুনা উৎসবের ভাবনা প্রথম প্রকাশ করেছিলেন দলের কর্ণধার স্বর্গত অমলেশ চক্রবর্তী। ১৯৯৮ সাল থেকেই এই উৎসবের সূচনা করেছিলেন। অতিমারির কারণে বাংলাদেশের দল নিয়ে উৎসব দুবছর হতে পারেনি। তবে মানুষের দুর্দশায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। বর্তমানে অনীককে আমরা একটা ইনস্টিটিউশন-এ পরিণত করতে চাই। একাজে আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। বলতে কোনও দ্বিধা নেই আমরা সব সময়েই মানুষের পাশে থেকেছি।

বিলু দত্ত বললেন অনীকের জন্যই তপন নব কলেবরে সেজে উঠেছে। থিয়েটারের লোক না হলে সম্ভব হতো না। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন। দলগুলো একটু প্রেরণা পাবে। হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় বললেন অনীকের কাজ সম্বন্ধে দর্শক মাত্রেই অবগত আছেন। স্কুলে স্কুলে অনীক যে নাটকের প্রতিযোগিতা করে আসছে ভবিষ্যতে তার সুফল গোটা নাট্য সমাজ একদিন পাবেই। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অনীক একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে। আদিবাসীদের নিয়ে অনীক সাম্প্রতিক কালে কাজ করছে। অনীকের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

সভানেত্রী তপতী ভট্টাচার্য বললেন– কথায় কথায় 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া' কথা শুনে আমার নস্টালজিক লাগছিল। থিয়েটার সভ্যতার মানদণ্ড। থিয়েটারের মৃত্যু মানে সভ্যতার মৃত্যু। আন্তবিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয় প্রতিযোগিতাগুলো আমরা চালিয়ে যাবই। ভাবিকালের দর্শক নাটকে অনুপ্রাণিত হবে।

কমলেশ এই আদর্শেই অনীক তৈরি করেছিল। ২০২১ সালে বাংলাদেশে গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব প্রথম সূচিত হয়। এরপরেই শুরু হয় আজকের প্রথম নাটক অনীক প্রযোজিত 'অন্ত'। নির্দেশনায় তারক হালদার। বিকলাঙ্গ শিশুদের মানসিক গঠন অর্থাৎ যারা দৃষ্টিমান ও যারা দৃষ্টিহীন তাদের সকলকে শিক্ষা দিয়ে দৃষ্টিবানদের সমতুল্য করে গড়ে তুলতে এই নাটকের সূত্রপাত। সাহসী ও শিক্ষণীয় উদ্যোগ সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় নাটক ভূমিসূত থিয়েটার প্রযোজিত, জুলফিকার জিন্না রচিত এবং সমাদৃতা সেনগুপ্ত নির্দেশিত নাটক 'উজান পাড়ি'। মানুষ যেখানে থাকে সেটাই তার ঠিকানা, না কি মানুষ যেখানে যেতে চায় সেটাই তার ঠিকানা। ঠিকানা হারিয়ে ফেলা উজান পথের যাত্রীদের গন্তব্যের ঠিকানা দেয় দরবেশ। আরশি নদীর তটে, আজ তাদের নৌকা উৎসব। অচিনপুরের পথিক পৌঁছে গিয়েছে আরশি গায়ে। ঠিকানা হারিয়ে ফেলা পথিক বৃদ্ধ চরিত্রে পূর্ণেন্দু ধর দক্ষ শিল্পী। অন্যান্য কুশীলবেরা মন্দ নয় বিশেষ করে দরবেশ চরিত্রে শিল্পীর অভিনয় বেশ ভাল। বৃদ্ধ পথিক আমাকে রবি ঠাকুরের ধনঞ্জয় বৈরাগীকে মনে করিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুষ্ঠ ব্যহারের জন্য এবং প্রচলিত ধারাকে বাদ নিয়ে লোক আঙ্গিকের ধারাকে নিয়ে একটু ভিন্ন ধারায় উপস্থাপনের জন্য সমাদৃতার একটা উষ্ণ অভিনন্দন অবশ্যই প্রাপ্য। স্বপ্নকে বলবো ওর দিকে দৃষ্টি দিতে।

২১/২/২২ প্রথম নাটক বাণীকুঠি জিয়নকাঠি প্রযোজিত, অনুপ চক্রবর্তী রচিত এবং কল্লোল মুখার্জী নির্দেশিত নাটক 'আশ্চর্য বসন্ত'।

হিউম্যান ক্লোনিং নিয়ে রচিত নাটক। নিষিদ্ধ গবেষণায় সফল ডঃ অনীশ রায় বিজ্ঞান গবেষণাকে

কোনওভাবে রুদ্ধ করা উচিত না অনুচিত এই বার্তা প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তবে সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার বিশ্লেষণ করে বলা যায় কোনও কোনও জায়গায় বিজ্ঞানকেও থামতে হয় সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য। যেমন ভ্রূণ পরীক্ষা বিজ্ঞানকে থামতে হয়েছে। কল্লোল মুখার্জী এবং ৮৫ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী দক্ষ অভিনেতা। ২য় নাটক 'ডিটেনশন'। প্রযোজনা ক্লাইম্যাক্স থিয়েটার। রচনা তাপস দাস। নির্দেশনা বাদল কাঞ্জিলাল।

রাষ্ট্রের শোষনযন্ত্র ডিটেনশন ক্যাম্প। অসমের কোনও বর্ডার অঞ্চল। এনআরসি, কা এর প্রভাবে ওরা আজ নিজভূমে পরবাসী। এই দেশ আর ওদের দেশ নয়। শেফালি হাজং বন্দি মানুষগুলোকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। হাতি খেদা আন্দোলন টংকা বিদ্রোহ শেফালিরা চালিয়ে যাবেই। শেফালি চরিত্রে রঞ্জনা দাস দক্ষ শিল্পী।

২২/১/২২ তারিখে প্রথম নাটক এষনা জয়নগর প্রযোজিত এবং কিশলয় বসু নির্দেশিত কমেডি স্যাটায়ার 'হেভেন হেভি চাপ'। স্বর্গে ভোট নিয়ে একটা মজার উপস্থাপনা করার চেষ্টা মাত্র। শুধু সংলাপ দিয়ে শেষ রক্ষা হয় না অভিনয়ে দক্ষতারও প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় নাটক সরস্বতী নাট্যশালার 'বিবেকনামা'। নির্দেশনাম জয়েশ ল। নাট্যকার বাদল কাঞ্জিলাল দরদ দিয়ে নাটকটি লিখেছেন এতে কোনও সন্দেহ নেই এবং সেই মতো তৈরি হয়েছিল মানবিক মূল্যবোধের নাটক বিবেক নামা। নির্দেশক জয়েশ কে শুধু বলবো অ্যাডিশনাল পার্টটা আরও সিঙ্কোনাইজ করে আরও টাইট করা দরকার।

২৩ ফেব্রুয়ারি কোলাঘাট অঙ্কুর কলাকৃষ্টি প্রযোজিত, স্বপন দাস রচিত এবং সুজয় চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক। 'সুলুক সন্ধান' নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের রোজনামচা। সাদামাটা কাহিনী নির্ভর নাটক। সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে জোর জলুম, তোলাবাজী, ধর্ষণ এবং বেঁচে থাকার স্বার্থে আত্মসমর্পণ সবই এসেছে। তার মধ্যে কিছুটা মুক্তির হাওয়া আনলো অনিমেষ নামে এক তরুণ তুর্কি। কলাকুশলীরা কাজ

নাটক

চালিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় নাটক থিয়েটার চন্দননগর প্রযোজিত, রজত ঘোষ রচিত এবং গৌতম চন্দ নির্দেশিত নাটক জেঠিমা। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ত্যাগ তিতিক্ষার সংবেদনশীল উপস্থাপনা। ভাল স্ক্রিপ্ট ভাল অভিনয়। বাদলা চরিত্রে নির্দেশক গৌতম চন্দ এবং জেঠিমা চরিত্রে সোমা গাঙ্গুলি দুজনে নাটকটা টেনে নিয়ে গিয়েছে।

২৪শে ৬টায় অভিনীত হল বেহালা অনুদর্শীর 'আহত অম্বা' নির্দেশনায় সুমনা চক্রবর্তী। মহাভারতের প্রতিবাদী চরিত্র কাশিরাজ কন্যা অম্বার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রেও বড়ই প্রাসঙ্গিক। সুমনার একক অভিনয়ে অম্বার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। নান্দনিক উপস্থাপনা।

দ্বিতীয় নাটক অনামি নাট্যম প্রযোজিত, প্রবাল মুখার্জী নির্দেশিত 'স্বপ্ন সফর' চিত্রকর হরিপদর দিন বদলের স্বপ্ন সফর, হরিপদ তার স্বপ্নের ছবি আঁকতে চায়, কিন্তু পারবে কী? অবশেষে পারলো। অনবদ্য স্ক্রিপ্ট সেই সঙ্গে অনবদ্য অভিনয়। হরিপদ চরিত্রে প্রবাল মুখার্জী ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় চন্দনা মুখার্জী দর্শকদের নজর কেড়েছেন।

২৫শে থিয়েটার ফোরাম নিবেদিত, শক্তি রায় চৌধুরী নির্দেশিত নাটক 'আজ কি শকুন্তলা' লোক নাট্যের আঙ্গিকে নৌটঙ্কির ঢঙে উপস্থাপিত। পাণ্ডবানীর তীজনবাই এর ছায়া দেখতে পেলাম। হিন্দী নাটক হলেও দর্শকবৃন্দ মাত। নারীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রাসঙ্গিক জেহাদ। দ্বিতীয় নাটক কচিকাঁচাদের নিয়ে দেশাত্মবোধক শিক্ষামূলক নাটক 'রিটেস্ট'। বিপ্লবীদের আদর্শ মেনে চলার অঙ্গিকার। ভাল লেগেছে।

২৬/২ নাটক 'কাঠ বিড়ালি' চন্দননগর রঙ্গপীঠ নিবেদিত, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী রচিত এবং সুমন সিংহ রায় নির্দেশিত নাটক। অর্থের বিনিময়ে বা অনেকটা বাধ্য হয়ে অপরাধীর হয়ে সাজা খাটা নাটকের বিষয়বস্তু। আইন আদালতকে প্রহসনে পরিণত করছে অর্থবলে বলিয়ান কিছু অপরাধ চক্র। তার পর্দা ফাঁস করলো একজন ক্রাইম রিপোর্টার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। তবে বড় সরলীকরণ করা হয়েছে। আরও গভীরে যাওয়ার দরকার ছিল।

দ্বিতীয় নাটক 'ঈশ্বর' অনীক নিবেদিত, সুদীপ্ত ভৌমিক রচিত এবং অরূপ রায় নির্দেশিত উপস্থাপনা। ধর্ম আফিমের নেশা। আপ্তবাক্যটি অতি বিতর্কমূলক। আজও তার কোনও কিনারা হয়নি। পৃথিবীর আদি ব্যবসা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা। বাবাজী মাতাজিতে দেশটা ভরে গিয়েছে। স্ত্রী শাশ্বতী কন্যা ক্যামেলিয়া অতুলানন্দ ওরফে অমিত মিশ্রর বুজরুকির পর্দা ফাঁস করে মুখোশ খুলে দিল। প্রশান্ত অভিনয়ে অনেক পরিণত হয়েছে দেখে ভাল লাগলো।

তৃতীয় নাটক থিয়েটার প্রসেনিয়াম নিবেদিত 'নব বর্ণ পরিচয়'। রচনা কুন্তল মুখোপাধ্যায়, নির্দেশনা অম্বর চম্পাটি। বিদ্যাসাগর হিটলারকে নিয়ে প্রতীকি লড়াই। নাৎসিবাদ-একনায়কতন্ত্র-গণতন্ত্রের প্রতীকি যুদ্ধ। শিক্ষার নব আঙ্গিক হয়ে উঠুক নব বর্ণ পরিচয়। অম্বর চম্পাটি, অলকেশ চ্যাটার্জী দক্ষ শিল্পী।

২৭/২ নাটক চন্দননগর ক্লাসিক প্রযোজিত 'জগন্নাথের জমি' কাহিনী আশাপূর্ণা দেবী, নাটককার তুষার ভট্টাচার্য, নির্দেশনা চিন্তা মুখার্জী।

হতভাগা জগন্নাথ বিশ্বাস করে এই বিশাল পৃথিবীতে ঈশ্বর তার নামে নিশ্চয়ই কিছু জমি বরাদ্দ করেছে। এই বিশ্বাসে সে চায় সেই জমি সে কোনও ভাল কাজে দান করে উইল করে দিতে চায়। বার বার সে উইল করে আবার তা ছিঁড়ে ফেলে মনঃপুত না হওয়ায়। কিন্তু তার জমিটা কোথায় সে খুঁজে পায় না, জানেও না। অবশেষে যে বড়কর্তা যে বার বার তার উইল তৈরি করে দিচ্ছে তাকে জানিয়ে দেয় জমিটা খুঁজে পেলে সে তার কাছে আবার আসবে। হতভাগা জগন্নাথ চরিত্রে চিন্তা মুখার্জী একাই নাটকটা টেনে নিয়ে গিয়েছে। অসাধারণ ও অনবদ্য অভিনয়। একেবারে নো অ্যাকটিং জোনে নিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় নাটক আরণ্যক নাট্য চর্চা কেন্দ্র প্রযোজিত 'ভিক্ষুক অথবা মৃত কুকুর'। নাটক অশোক মুখার্জী, নির্দেশনা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রেখট অনুপ্রাণিত নাটক সম্রাট বা সাম্রাজ্য বলে কিছু হয় না। মৃত কুকুরের সাথে তার কোনও প্রভেদ নেই। যখন অস্ত্রশস্ত্র মজুত হয় তখন একটা প্রতিপক্ষ তৈরি করে যুদ্ধই বাঁধানো হয়। সবই আপেক্ষিক কৃত্রিম। কনটেক্সটা জটিল, অনেকটা ফিলজফিক্যাল। তৃতীয় নাটক অনীক প্রযোজিত সুদীপ্ত ভৌমিক রচিত এবং অরূপ রায় নির্দেশিত নাটক ভালোবাসা। প্রেম নিয়ে ভাল অ্যাডভেঞ্চার। কবিগুরুর গান অনুযায়ী ভালবাসা কারে কয়? সৌমেন ও গার্গীর কেমিস্ট্রি বেশ ভাল। সেই সঙ্গে বুড়ো বয়সে নির্দেশক অরূপ রায় ভেল্কি দেখিয়ে দিলেন। হ্যাটস অফ অরূপ দা হ্যাটস অফ। ৪র্থ নাটক গড়িয়া একত্রের প্রযোজিত রমাপ্রসাদ বণিক রচিত ও ভাস্কর সান্যাল নির্দেশিত নাটক 'মানানসই'। ২০৩০ সালের কাল্পনিক একটা সময়কে বেছে নিয়ে একটা ক্রাইম থ্রিলারের আঙ্গিকে নাটকটি সাজানো হয়েছে। ভাস্করের অভিনয় ও উপস্থাপনা মন্দ নয়। সহশিল্পীরাও ভাল সহযোগ দিয়েছেন। পরিশেষে উৎসবের সমাপ্তি এবং আগামী বছরে একশোর জায়গায় ২০০ দল নিয়ে উৎসবের অঙ্গীকার। শুভম।

মানব সেবায় হাওড়ার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানব সেবার লক্ষ্য নিয়ে ন'টি বছর পেরিয়ে গেল 'চেষ্টা'। সকলের সহযোগিতা ও সাহচর্যে। সারা বছর মানব সেবার নানারকম কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে ওরা গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার আয়োজন করেছিল বাৎসরিক পাঠ্যপুস্তক প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। হাওড়ার বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি শিক্ষানিকেতন বয়েজ হাইস্কুলে। এদিন পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির প্রায় ৯০ জন ছাত্র ছাত্রীর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও 'চেষ্টা' আয়োজিত এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হয় এদিন। 'করোনা শুধুই নেয়নি দিয়েছে অনেক কিছু',

'খেলাধূলার সেকাল ও একাল', 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় : কারণ ও ফলাফল', 'লেখাপড়া শিখলেই কী মানুষ হওয়া যায়?' বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় এদিন প্রথম পুরস্কার পান খড়দহ হাইস্কুলের ছাত্রী লিসা শাসমল, যুগ্ম দ্বিতীয় হন উনসানি হাইস্কুল (উঃ মাঃ)-এর ছাত্রী সেখ মাহমুদুল হাসান ও ব্যাঙ্গালুরুর জ্যোতির্ময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী স্নেহী সেনাপতি, তৃতীয় হন ব্যাঙ্গালুরুর জ্যোতির্ময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নারগিস খাতুন। এদিনের সভায় অতিথির আসনে ছিলেন বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি শিক্ষানিকেতন বয়েজ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবকুমার দাস, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অমল কুমার মজুমদার, কবি-সাহিত্যিক, অভিনেতা সায়ন্তনী নাগ, বিশিষ্ট গল্পকার শীর্ষেন্দু দত্ত প্রমুখ।

এছাড়াও এদিনের সাংস্কৃতিক পর্বে পরিবেশিত হয় সঙ্গীত, আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক। এদিনের সভার সূচনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বাণী পাঁজা, রাহুল চ্যাটার্জী ও মধুপর্ণ চ্যাটার্জী। সোমলতা পাঁজা ও অদ্বিতীয়া দাসের আবৃত্তি অনবদ্য। গৌতম গাঙ্গুলী ও সমর চ্যাটার্জীর সঙ্গীত পরিবেশন উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু সঞ্চালনা করেন সংস্থার সম্পাদক সমীর কুমার ভট্টাচার্য।

লঙ্কা জয়ের মধ্যে বিশ্বজয়ের সোপান গড়তে হবে

অরিঞ্জয় মিত্র

দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় দিয়ে শুরু ভারতীয় ক্রিকেট টিমের। আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই দল এখন এক সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যার পুরোভাগে রয়েছে বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বস্তুত, বিরাট কোহলির মতো শততম টেস্ট খেলা সফল এক অধিনায়কের জুতোয় পা গলানো নিঃসন্দেহে বিরাট ব্যাপার রোহিতের জন্য। এমনিতে রোহিত বড় ব্যাটসম্যান। তাও বড় ব্যাটসম্যান হলেই যে ভালো অধিনায়ক হওয়া যায় তা কিন্তু নয়। এর জন্য দরকার নিয়মিত ভালো পারফরমেন্সের। আর কে না জানে ক্রিকেটে জেতাটাই হল বড় কথা। 'ভালো খেলিয়াও পরাজিত'র কোনও ভূমিকা নেই এখানে।

শ্রীলঙ্কাকে সব ধরনের ফর্ম্যাটে হারানোকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না অনেকেই। তাঁদের সাফ বক্তব্য, ভারতীয় দলকে আরও সুসজ্জিত হতে হবে নতুন অধিনায়কের আমলে। বলাবাহুল্য, আগের আমলের যে ফাঁকফোকর রয়েছে তা অতিঅবশ্য মিটিয়ে ফেলতে হবে। তবে গিয়ে বলা সম্ভব হবে যে ঠিকঠাক খেলছে টিম ভারত। তারজন্য আবার রোহিতের ব্যাটিং বেকায়দায় না পড়ে তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। কারণ, অনেক বড় ক্রিকেটারের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে অধিনায়কত্বের বোঝা তাঁদের জন্য ফাঁস হয়ে উঠেছে। এই জায়গায় শচীনের মতো গ্রেটেস্ট ক্রিকেটারও ধাক্কা খেয়েছেন। পিছু হঠেছেন রাহুল দ্রাবিড়ও। সাম্প্রতিকসময়ে অধিনায়কত্বের বোঝায় নিজের ফর্ম হাতড়াতে হয়েছে বিরাট কোহলিকেও। সেজন্যই তাঁর পরিবর্তে রোহিতের আগমন। এখন রোহিতকে দেখতে হবে ব্যাটিং ও অধিনায়কত্বের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য রাখতে পারছেন তিনি। এতদিন যে কাজ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলের মঞ্চে চালিয়েছেন তা অব্যাহত রাখতে হবে দেশের স্কিপার ক্যাপ মাথায়।

একটা সময় দুনিয়ার অন্যতম সেরা দেশ অস্ট্রেলিয়াকে তাদের দেশের মাটিতে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিরাট বাহিনি বুঝিয়ে দিয়েছিল ভারতের প্রস্তুত। অজিদের রাজধানী শহর মেলবোর্নে ভারতীয় দলের এই জয়কে নিঃসন্দেহে সর্বকালের সেরা জয়ের নথিতে আলাদাভাবে রাখা থাকবে। আগামী প্রজন্ম গর্ব করবে করে বলবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার এই অনবদ্য জয়ের কথা। বলাবাহুল্য, এ যেন হয়ে উঠল এক লোকগাঁথা। বলতে হবে ভারতীয় বোলিং অ্যাটাকের কথাও। প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, বেদি, ভেঙ্কটদের রাস্তা প্রশস্ত করতে যে দলে একসময় গাভাসকার-সোলকাররা নতুন বলের পালিশ তোলার জন্য শখের বোলিং করতেন সেই ভারতের ফার্স্ট বোলারদের মুখে পড়ে কেঁপে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী দলের ব্যাটিং লাইনআপ। শুধু অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বলে নয়, বুমরা-সামি-ইশান্তদের দাপটে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বিভাগও। তাও প্রোটিয়া বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরিজ হারতে হয়েছে ভারতকে। ব্যাটসম্যানরা ক্লিক না করায়। এই জায়গাটা মেরামত করতে পাখির চোখ থাকবে রোহিতের। বিরাটের হাত শক্ত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যেত চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কে রাহানে, রোহিত শর্মাদের। টিম রোহিতে হনুমা বিহারী, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, ঋষভ পন্থদের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে। যা অবশ্য ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে তারা। এরসঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ক্লাসিক স্পিন অ্যাটাক ও অলরাউন্ডার মহানায়ক রবীন্দ্র জাদেজার বিশাল ভূমিকার কথাও বলতে হবে।

ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে এই যে সাহায্যটা কোহলি পেতে শুরু করেছেন তাতেই ক্যাঙারুদের মাটিতে অনমনীয় হয়ে উঠছে টিম ভারত। এই অভাবটাই ভুগিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের মাটিতে। নইলে ভারতীয় পেস অ্যাটাকের মুখে ইংরেজ বা প্রোটিয়ারাও রীতিমতো জড়সড় হয়ে উঠেছেন বারংবার। পেস অ্যাটাকের পাশাপাশি অশ্বিন, জাদেজা ও হনুমা বিহারীর স্পিন অ্যাটাকও ভারতের বোলিং আক্রমণকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। যাতে আরও বৈচিত্র্য এনেছে যজবেন্দ্র চহাল এবং কুলদীপ যাদব।

তকমা পাওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগোচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। এআইসিসি-র বিভিন্ন র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরার শিরোপা সেকথা বলছেও বটে। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, তার জন্য বিশ্বকাপের মতো বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিতে দেখাতে হবে রোহিত শর্মার দলকে। তবেই শিরোপার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে মানবেন তাঁরা। গত বিশ্বকাপে ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয়েছে টিম কোহলিকে। সেমিফাইনাল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল আপাত ফেভারিটদের। সেই জ্বালা মিটিয়ে নেওয়ার ভরপুর সুযোগ ছিল টি-২০ বিশ্বকাপে। সেখানেও পাশ করতে পারে নি বিরাট বাহিনি। আর এই বড় ট্রফি না পাওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট যেন তাঁর পূর্বসূরী সৌরভকে ছুঁয়েছেন। ততটাই কাকতালীয় হল সেই সৌরভের আমলেই বিরাটকে ছাড়তে হল সিংহাসন। এসেছেন রোহিত শর্মা। যদিও দেশের মাটিতে ক্যারিবিয়ান বধে বিরাট সর্বতোভাবে রোহিতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো পোস্টার এটি।

মেন ইন ব্লু-এর লাইন-আপ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী। কী বোলিং আর কী ব্যাটিংয়ে সবেতেই এগিয়ে দল। রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুলরা যে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন আগাগোড়া তাতে ক্যারিবিয়ান বোলারদের হতোদ্যম হয়ে ফিরতে হয়েছে। ভারত যে সুবিশাল টার্গেট দিয়েছে তাতে সারা বিশ্ব দেখল টিম ইন্ডিয়া তাদের মঞ্চ ভরপুর করে তুলছে সবরকমভাবে। এখন দেখার আরও কত নতুন রেকর্ড নিজের পালকে জুড়তে সক্ষম হন নতুন ভারত অধিনায়ক । শুধু দলের সিরিজ জেতাই নয়, রোহিত নিজেও যে দুরন্ত ফর্মে ব্যাট করে চলেছেন তা চাপে রাখবে বিশ্বের যে কোনও দেশকে। ক্যারিবিয়ান অপারেশন সাঙ্গ করে ভারত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনও চাপ সামলানোর জন্য প্রস্তুত তারা। এখন দেখার ভারতীয় দলের এই মনোবল আগেই না খেই হারিয়ে ফেলে। কারণ, চরম শিখরে পৌঁছানোর আগে বেচাল হয়ে পড়লে ভারতীয় দল নিশ্চিতভাবে মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। দলের রিজার্ভ বেঞ্চ যাতে সজীব থাকে সেসব কিছুই দেখে নিতে হবে রোহিত ব্রিগেডকে।

এটা ঠিক ভারতের পক্ষে বলার যেটা তা হল রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুল বা শ্রেয়স আয়ারদের দুরন্ত ব্যাটিং। যা প্রায় প্রতি ম্যাচেই টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সোপান গড়ছে। অন্যদিকে সামি, চহাল, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিংও বিপক্ষকে ব্যাটিংকে ভোঁতা করে দিচ্ছে।

এমনিতে আগামীতে ফার্স্ট লাইন আপ তৈরি টিম ইন্ডিয়ার। বোলিং আক্রমণে যশপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সামিকে সঙ্গত করার জন্য রয়েছেন শার্দুল ঠাকুর, ওয়াশিংটন ও জয়দেব উনাদাটকররা। বিদেশের মাটিতেও প্রোটিয়াদের ল্যাজে গোবরে করতে যুজবেন্দ্র চহাল ও কুলদীপ যাদব যে ভূমিকা নিয়েছেন তা অসামান্য। এদের চায়নাম্যান স্পিন বোলিং বুঝতে কার্যত নাকানিচোবানি খেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা। আর এই পারফরমেন্সের জন্যই ভারতীয় ব্রিগেডের স্পিন আক্রমণ সামলানোর ক্ষেত্রে এই জুটিতেই ভরসা করা হচ্ছে। বস্তুত কিছুদিন আগেও ভারতীয় স্পিন অ্যাটাক বলতে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার কথা ভাবা হতো। বোলিং-এর পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও এরা কামাল করতেন। কিন্তু হালফিলে জোড়া চায়নাম্যান যুজবেন্দ্র চহাল ও কুলদীপ যাদবরা যে দক্ষতায় বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটিং লাইন আপকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। সেক্ষেত্রে অন্যদের কথা ভাবাই যাচ্ছে না।

এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যেমন ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তেমনই খারাপ পরিস্থিতিতে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেটাও নতুন করে শিখে নিতে হবে তাদের। না হলে কিন্তু পচা শামুকে পা কাটার মতোর সমস্যা হতেই পারে। সেই জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসতে ফাঁকফোকর মেরামতি যেমন সর্বাগ্রে প্রয়োজন তেমনই আবার মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেদের তৈরি রাখতেও হবে। অতীত অভিজ্ঞতাই বলছে এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মাটিতে থুবড়ে ফেলেছে কোনও জয়ী দলকে।

অতীতে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে তুলনা করা হত ব্রাজিলীয় ফুটবল ঘরানার সঙ্গে। স্যর ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, স্যর গ্যারি সোবার্স, কালীচরণ, গ্রিফিথ, হল, লয়েড, রিচার্ডস, গ্রিনিজ, হেনেস, মার্শাল, গার্নার, রবার্টস, হোল্ডিং, রিচার্ডসন, লারা, ওয়ালস, অ্যামব্রোজ, ক্রিস গেইলদের মতো মহাতারকা কিন্তু উঠে এসেছেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকেই। সেই ঐতিহ্য আজ ডুবতে বসেছে। বলতে গেলে ক্ষীয়মান। সে জায়গায় উঠে আসা অজিরাও এখন সামান্য দুর্বল হয়েছে। মেগা দল হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। সব ধরনের ক্রিকেটে আধিপত্য দেখাচ্ছেন ভারতীয়রা। একটা সময় গাভাসকার, কপিলদেবদের নিয়ে গর্ব করা হত। সে জায়গায় শচীন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলিদের নাম উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। সবথকে বড় কথা শীর্ষস্থানে থাকা এখন অভ্যেসে পরিণত করেছে ভারত। যে দল শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত ছিল তাঁদের বোলিংও মাতিয়ে তুলছে বিশ্বজুড়ে। দুর্দান্ত পেস অ্যাটাকের সঙ্গে বিশ্বমানের স্পিন আক্রমণের ঘরানা ধরে রাখা সবেতেই লেটার মার্কস পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার রোগ থেকেই যাচ্ছে। এই জায়গা থেকেই ভারতকে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জায়গায় তুলে ধরতে হবে রোহিত বাহিনিকে।

মোহন-ইস্টই পারে দেশের ফুটবলকে তুলে ধরতে

যুধিষ্ঠির নস্কর

মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের থেকে বয়সে অনেকটাই বড়। শতবর্ষ পেরিয়ে আরও নয়া মাইলস্টোন রচনার পথে এখন এই অন্যতম তারকা ক্লাব। এখানে থেমে গেলে চলবে না। মোহন-ইস্টকে কিন্তু আরও বড় যুদ্ধ লড়তে হবে। বাণিজ্যিক হাতে চলে যাওয়া আইএসএলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যেমন দৌড়তে পারে দুই প্রধান, তেমনই এখনকার মতো আলাদা ধারাপথেও প্রবাহিত হতে পারে। এবার মোহনবাগান লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি। জামশেদপুর কাটায় বিদ্ধ হয়েছে বাগান। অন্যদিকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল তো আরও তলানিতে । সে জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ানোই হবে মূল লক্ষ্য। তবেই গিয়ে বাংলার ফুটবল শেষ কথা বলতে পারবে। হ্যাঁ, সেই আগের মতো। যে গরিমা ভারতের সীমা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দূরদূরান্ত পর্যন্ত। সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। যথারীতি অনেকগুলো হার্ডলসের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হতে হবে। তবে গিয়ে না চ্যাম্পস শব্দটা মানাবে। নিছক ঢক্কানিনাদ মনে হবে না কোনওমতে।

আইএসএলে যেসব টিম খেলে, যেসব বিদেশি তাদের হয়ে মাঠে নামে তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার জন্য মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে আরও শক্তিশালী দল গড়তে হবে। আনতে হবে উন্নত মানের বিদেশি। এর জন্য বাজেট যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। অন্তত নিজেদের মান রাখতে হলে ভালো টিম গড়তে হবেই। ভালো ফাইনান্সার পেতে হবে সর্বাগ্রে। এইসব বাধা কাটিয়ে এগোতে পারলে তবেই কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে ফের জোয়ার আসবে। এটা মনে রাখা দরকার কলকাতার দুই প্রধানের (এমনকি মহমেডানেরও) যে সমর্থক সংখ্যা তা ভারতে আর কোনও টিমের নেই। বেঙ্গালুরু-আইজল এরা ভারতীয় ফুটবলের নবতম তারা। কলকাতার ফুটবল এগোলে এরাও আপসে-আপ নাম করবে, কামাল করবে সার্বিকভাবে।

কলকাতার ফুটবল আবেগের সঙ্গে যদি প্রকৃতই পেশাদারিত্বের মিশেল ঘটানো যায় তবে গিয়েই সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে এখানকার ফুটবলে। নচেৎ ফুটবলমক্কা নামক পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে সবাইকে। লক্ষ্যণীয় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন দেশের ফুটবলকে তুলে ধরার জন্য ক্রোয়েশিয়ান কোচ ইগরকে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এরসঙ্গে যদি ভারতীয় ক্লাবগুলি নিজেদের রপ্ত না করতে পারে তবে শত যোজন পিছিয়ে থাকতে হবে তাদের। সুখের কথা এই পেশাদারিত্বের কথা ঠাহর করেছে ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু

এফসি, চেন্নাই বা পঞ্জাবের মতো দল। সুফলও পেতে শুরু করেছে তারা।

মোহন-ইস্ট যেন যমজ ভাই। একে অপরকে ছাড়া তাদের কোনও প্রাসঙ্গিকতাই নেই। ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসের দিকে একটু তাকালে সবার বেশ কয়েকটা অধ্যায় সামনে আসবে যার প্রাসঙ্গিকতা এখনও বিশাল। আমেদ খা, আপ্পা রাও, ভেঙ্কটেশ, সালে, মুসা সম্বলিত পঞ্চপাণ্ডব তো ষাটের দশকে রত্নখনি করে তুলেছিল ইস্টবেঙ্গলকে। এরপর আবার ৭০ এর দশকের একেবারে প্রথম থেকে যেভাবে পিকে ব্যানার্জির কোচিংয়ে ইস্টবেঙ্গল টানা লিগ থেকে শুরু করে একের পর এক খেতাব জিতেছিল তাকেও এই গোল্ডেন এরিনার মধ্যে রাখতেই হবে। এইসময়ই ভাস্কর গাঙ্গুলি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুরজিত সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপারা ময়দান কাঁপাতেন। এর পরের সেরা অধ্যায়টা অতি অবশ্যই আসিয়ান কাপ জয়ের লাল-হলুদ ব্রিগেড। অ্যালভিটো ডি কুনহা, সুলে মুসা, জুনিয়র, মাইক ওকেরো, অ্যালভিটো ডি কুনহা এবং বাইচুং ভুটিয়াদের রাজত্ব চলেছিল ওইসময়টা। এর আগে আশির দশকের ইস্টবেঙ্গলকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছে কৃশাণু দে-বিকাশ পাঁজি, সুদীপ চ্যাটার্জি, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, বিশ্বজিত ভট্টাচার্যরা। ভাস্কর-মনা তো ততদিনে ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে প্রচুর বিদেশি খেলে গিয়েছেন। কিন্তু তাও যার নামটা এখনও সর্বাগ্রে উঠে আসে তিনি হলেন মজিদ বাসকর। ভারতে খেলে যাওয়া সর্বকালের সেরা বিদেশি আখ্যাও দেওয়া হয় এই ইরানি জাদুকরকে।

এই মুহূর্তে মোহন-ইস্টের টার্গেটই হল গড়ের মাঠে হৃতগৌরব ফিরিয়ে এনে ক্লাবের প্রতি সুবিচার করা। তবে গিয়েই তো আবার সেই সমৃদ্ধশালী ক্লাবের তকমা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান তাও নিজেদের তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় স্তরের অন্যতম সেরার শিরোপাও তাদের দখলে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই পিছনের সারিতে। এই জায়গা থেকে লাল-হলুদ ব্রিগেডকে ঘুরে দাঁড়ানোর এক ম্যারাথন লড়াই লড়তে হবে। তবে গিয়ে না ষোলোকলা পূর্ণ হবে বাংলার ফুটবলের।

অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টের চূড়া স্পর্শ করতে চলেছেন চন্দননগরের পিয়ালি

মলয় সুর

এভারেস্ট জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আগামী ২৮ মার্চ সোমবার বাড়ি থেকে রওনা হবেন চন্দননগরের বাসিন্দা পিয়ালি বসাক। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। আর্থিক কষ্টের সংসার। যাত্রার খরচের বাজেট ৩৫ লাখ টাকা। কিছুটা নিজের আর কিছুটা আম জনতার সাহায্যে তৈরি হচ্ছেন একত্রিশ বছরের এই তরুণী। তাঁর আর্থিক সঙ্কট থাকলেও তিনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট (২৯ হাজার ৩৫ ফিট উচ্চতা) তাই জয় করার লক্ষ্য স্থির করতে চলেছেন। অক্সিজেন ছাড়াই। ৭ এপ্রিল কাঠমাণ্ডু লুগলা থেকে হাঁটা শুরু হবে। তাঁর এই দুর্গম অভিযানে গাইড থাকছেন দাওয়া শেরপা। উল্লেখ্য ২০২১ সালের ১ অক্টোবর পৃথিবীর সপ্তম উচ্চতম শিখর ধৌলাগিরি (২৬,৭৯৫ ফিট উচ্চতা) অক্সিজেন ছাড়াই এই নারী জয় করেছিলেন। রোগা পাতলা শরীরের পিয়ালি ১০টা পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করেন। ধৌলিগিরিকে 'মাউন্টেন অব স্টর্ম' বলা হয়। কারণ সেখানে অনবরত তুষার ঝড় হয়। ২০১০ সালে সিকিমের কাবরু সাউথ (১৯ হাজার ফিট) চূড়ায় পৌঁছান। ওই একই বছরে হিমাচল প্রদেশের মূলাকিলা পর্বত (২০ হাজার ফিট উচ্চতা) জয় করেন। ২০০৮ -এ সিকিমের রেনোক (১৭ হাজার ফিট) পর্বতে ওঠেন। চন্দননগরের কাঁটাপুকুরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পিয়ালি। চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বাড়িতে বাবা তপন বসাক অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত। মা স্বপ্না গৃহবধূ। ছোট বোন তমালী। পরিবারের চারজন সদস্য পিয়ালি বলেন, ছ'বছর বয়সে বইতে তেনজিং নোরগের গল্প পড়েন। তখন থেকেই পাহাড়ে ওঠার নেশায় বুঁদ রয়েছেন। এছাড়া ছোটবেলায় বাবা-মায়ের সঙ্গে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যান। সেই থেকেই খাঁড়াই-উতরাই পর্বতে ট্রেকিংয়ের নেশা চেপে বসে। ২০১৮ সালে

মানাসুল জয়ের পরে জেদ আরও বেড়েছিল। তখন থেকেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলেন। তবে ২০১৯এ এপ্রিল মাসে এভারেস্টের চূড়া জয় করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেস ক্যাম্প থেকে ২৮ হাজার ফিট উঠেছিলেন। এ বিষয়ে একটি ভয়ংকর ঘটনা তাঁর মনে হতাশা ও ব্যাথা এবং ক্ষোভের সৃষ্টি করে কুরে কুরে খাচ্ছে। তা এখনও তার শরীরে ভয়ে কাঁটা দেয়। আর মাত্র ১ হাজার ফিট সামিট বাকি ছিল উচ্চ শিখরে পৌঁছতে। সেই সময় তাঁর গাইড শেরপা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে পিয়ালিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এবং মারতে উদ্যত হয়। কোনও ক্রমে বেঁচে ফিরে এসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। এবারে ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার মোহিত নন্দী পিয়ালির দুর্গম এভারেস্ট অভিযানের অন্যতম সহায়। ইতিমধ্যেই রঙিন মাছের গবেষক ও লেখক পতিত পাবন হালদার তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছেন। আরও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পিয়ালি দিদি যাতে সুস্থ শরীরে নিজের লক্ষ্যে সফল হয়ে বাড়িতে ফিরতে পারে সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন।

ফুটবল পায়ে মাঠ মাতালেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি গ্রাম। আন্তর্জাতিক নারী দিবস কী সে সম্পর্কে তাঁরা অন্ধকারে। মঙ্গলবার ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। স্থানীয় ঝড়খালি কোষ্টাল থানার আধিকারীক প্রদীপ রায়ের উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রদীপ বাবু সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা নারী দিবস সম্পর্কে প্রান্তিক মহিলাদেরকে সচেতন করে তোলেন। বিশেষ করে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত করা, ভ্রূণ হত্যা জঘন্য অপরাধ, নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকবে না, ১৮ বছরের আগে বিয়ের পিঁড়িতে নয়, নারী শিক্ষা সম্প্রসারিত করা,নারী নির্যাতন বন্ধ করা সহ নানান বিষয়ে আলোচনার মধ্যে তুলে ধরেন। এছাড়াও নারীরা যে পুরুষদের থেকে কোন অংশেও কম নয় সেটাও উল্লেখ করা হয়।এদিন এলাকার প্রান্তিক মহিলাদের বিশেষ

সম্মান জানানোর উদ্যোগ নিয়ে এক প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেন ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয় সরদার মোড় এলাকার ফুটবল মাঠে আয়োজিত মহিলা টুর্নামেন্টে এলাকার মহিলাদের নিয়ে গঠিত দুটি ফুটবল টিম অংশ গ্রহণ করে। খেলার নির্ধারিত সময়ে সরদার পাড়া একাদশ ২-১ গোলে ঝড়খালি একাদশ কে হারিয়ে জয়লাভ করে। ম্যাচে পর পর দুটি গোল করে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন সরদারপাড়া একাদশের সুপ্রিয়া মন্ডল। খেলা শেষে জয়ী, বিজয়ী ফুটবল সহ সকল মহিলাদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে পুরস্কার তুলে দেন ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক প্রদীপ রায় সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com